ডেথ সিটির গোয়েন্দা

রকিব হাসান

ভয় পেলে ওয়াসিম যে তোতলায়, জেনে গেল তিন বন্ধুর মহাশত্রু টোরি ডেনিম। শুরু হলো খেপানো। বিহিত করতে না পারলে রক সিটি মিডল স্কুলে টেকা কঠিন হয়ে যাবে। এ শহরে যতদিন থাকবে, 'তোতলা ওয়াসিম' খেতাব সহ্য করতে হবে তাকে। নানাভাবে ভয় দেখানোর পরও যখন দমন করা গেল না ওয়াসিমকে, শেষ যুদ্ধটা বাধল লাশ রাখার ঘরে। পাশে এসে দাঁড়াল ওর দুই বন্ধু অঞ্জন ও ফারুক।

www.nagorikpathagar.com

ডেথ সিটির গোয়েন্দা

www.nagorikpathagar.com

ডেথ সিটির গোয়েন্দা

রকিব হাসান

www.nagorikpathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৮৭৪

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সুখেন দাস

বর্ণবিন্যাস
সোলার কম্পিউটার

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স

দাম
১৫০ টাকা মাত্র

I S B N 984 70084 0333 2

Death Citir Goenda by Rakib Hassan. Published by Mohammad Mizanur Rahman of Shova Prokash 38/4 Mannan Market 2rd Floor Banglabazar, Dhaka 1100. Price : Taka 150 only

www.nagorikpathagar.com

অঞ্জন, ফারুক আর ওয়াসিম— তিন বন্ধু।
তিনজনেই কিশোর বয়েসী।
এবং তিনজনেরই বাড়ি বাংলাদেশে।
বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক।
রক সিটির বাসিন্দা।
রহস্য ভালবাসে তিনজনেই।
যখনই সুযোগ পায়, অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
দুর্দান্ত, দুঃসাহসিক, রোমাঞ্চকর সেসব অ্যাডেভঞ্চার।
প্রিয় কিশোর পাঠক, এ গল্প তোমাদের গল্প।

www.nagorikpathagar.com

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাইকেল চালাচ্ছে ওয়াসিম আকরাম। হঠাৎ এমন বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল, আশেপাশে কেউ থাকলে রীতিমত আঁতকে যেত।

তার মনে হলো, ঘাড়ের ওপর একটা মাকড়সা পড়েছে! রোমশ পায়ের খোঁচা লাগছে।

ঝট করে হাত উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা। ব্রেক কষে পা নামিয়ে দিয়ে দাঁড় করাল।

হাত দিয়ে বুঝল, মাকড়সা নয়, একটা মরা পাতা। প্রচণ্ড রাগ হলো। দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাতাটাকে।

রাগ হলো নিজের ওপরও। ডাক্তারের কথার প্রতিধ্বনি করল সে মনে মনে, 'দেখো, ওয়াসিম, এই অকারণে ভয় পাওয়াটা ছাড়তে হবে তোমাকে। নইলে কোনদিনই আর স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে না। ভয়কে প্রশ্রয় দিলেই ভয় বাড়ে। যত দিন যাবে, এই ভয় পাওয়ার রোগটা বাড়তেই থাকবে তোমার। মনে রেখো, বার বার মানুষের একই দুর্ঘটনা ঘটে না।'

কিন্তু যদি ঘটে!

নিজেকে আবার ধমক লাগাল ওয়াসিম। ইয়েলোভিলে থাকতে স্কুলে 'তোতলা ওয়াসিম' খেতাব হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খেতাবটা ছিল 'ভূত-কাতুরে'। দুটোরই কারণ—ভয়।

'এখানেও যদি সেটা চালু করতে না চাও তো সাবধান হয়ে যাও আজকে থেকেই,' নিজেকে বোঝাল সে। 'নিজেই নিজের ভীতুপনার কথা ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিও না। জানতে দিও না তুমি পোকা-মাকড় দেখলে

www.nagorikpathagar.com

ভিরমি খাও, ভূত দেখলে বেহুঁশ; ভয় পেলে তোতলানি ছাড়া কথা বেরোতে চায় না!'

ইয়েলোভিল থেকে চলে এসেছে ওয়াসিমেরা। তার বাবা এখন থেকে রক সিটিতেই কাজ করবেন ঠিক করেছেন। ফারুকরা এসেছে আরও আগে। ফারুক আহমেদ ওর বন্ধু। আরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে তার, অঞ্জন চৌধুরি। অঞ্জন, ফারুক আর ওয়াসিম তিনজনেরই বাড়ি বাংলাদেশে। বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক। ইয়েলোভিলে ছিল কিছুকাল, এখন রক সিটির বাসিন্দা। অঞ্জন, ফারুক আর ওয়াসিম—এতই বন্ধুত্ব তিনজনের, স্কুলে ওদেরকে 'তিন বন্ধু' নামে ডাকে সবাই। আরও একটা তথ্য এখানে দিয়ে রাখা ভাল, ওয়াসিমের গায়ের রং বেশি কালো; তাই ওর শত্রুরা ওকে 'কালটু মিয়া' বলে ডাকে।

রক সিটি মিডল স্কুলে পড়ে ফারুক আর অঞ্জন। ওয়াসিমও সেখানেই ভর্তি হয়েছে। আজ তার নতুন স্কুলে প্রথম দিন।

গাছপালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে গালে। সূর্যটা এখনও একটা লাল বলের মত বাড়িঘরের ছাতের ওপর ভাসছে। গাছের পাতায় উজ্জ্বল লাল আর হলুদের মিশ্রণ। এ বছর শীতটা বোধহয় তাড়াতাড়িই পড়তে যাচ্ছে।

একটা বড় গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। তাতে বোঝাই ছেলেমেয়ে আর কুকুর। ছেলেমেয়েগুলোও চেঁচামেচি করছে, কুকুরগুলোও। পাল্লা দিয়ে। ওয়াসিমকে দেখে জানালার কাঁচে থাবা তুলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। একটা মেয়ে জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল তাকে উদ্দেশ্য করে।

চেনে না, অতএব হাত নাড়ার জবাব দিল না ওয়াসিম। গীয়ার বদল করল। রাস্তা এখানে বেশ ঢালু।

কিছুদূর এগিয়ে দেখল রাস্তার দুই পাশ ধরে হাঁটছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে। পরনে পরিষ্কার জামা-কাপড়। পিঠে ব্যাকপ্যাক। কলরব করতে করতে স্কুলে চলেছে ওরা। বেশির ভাগই তার বয়েসী।

ওদের দিকে নজর থাকায় রাস্তার পাথরটা চোখে পড়েনি তার। সামনের চাকার নিচে পড়ল পাথর। লাফিয়ে উঠল চাকা। অনেক চেষ্টা করেও কোনমতেই সামলাতে পারল না ওয়াসিম। পড়ে গেল।

www.nagorikpathagar.com

পাকা রাস্তায় পড়েছে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল ওপর দিকে। সাইকেলটা পড়ল তার গায়ের ওপর! হ্যান্ডেলের একটা পাশ খোঁচা মারতে লাগল পাঁজরে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। সাইকেলটা ঠেলে সরাতে গেল গায়ের ওপর থেকে।

এই সময় গাড়িটাকে আসতে দেখল।

একটা বাচ্চার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল। গাড়িতে রয়েছে বাচ্চাটা।

মাথা উঁচু করল ওয়াসিম।

পেছনের সীটে বসা বাচ্চাটাকে দেখতে পেল। ড্রাইভিং সীটে কেউ নেই।

ঢাল বেয়ে সোজা তার দিকে ছুটে আসছে গাড়িটা। ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল ওয়াসিম। আতঙ্কিত।

বাচ্চাটার চিৎকার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাইকেলের হ্যান্ডেলটা কাত হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। পা দিয়ে ঠেলে যতটা পারল সরিয়ে দিল রাস্তা থেকে। গাড়ির চাকার নিচে পড়লে আর চালানোর যোগ্য থাকবে না।

দ্রুত নেমে আসছে গাড়িটা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল ওয়াসিম। সত্যি কি ড্রাইভার নেই?

ভাল করে দেখল। না, সত্যি নেই।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে আর গাড়ি।

চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা।

আরেকটা চিৎকার কানে এল ওয়াসিমের। ওপর দিকে রাস্তার মাথার দিকে তাকাল সে। 'আমার খোকা! আমার খোকা!' বলে চিৎকার করতে করতে পাগলের মত ছুটে আসছে এক মহিলা। হাত ছুঁড়ছে ওপর দিকে। সোনালি চুল ঝাঁকি খাচ্ছে ঘাড়ে। লাল জ্যাকেটের কোনা বাতাসে উড়ছে।

বড় করে দম নিল ওয়াসিম। সরে গেল একপাশে।

আসছে গাড়িটা! আসছে!

ভাবছে না সে। ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় নেই এখন।

নিজেকে তৈরি করে নিল সে। শক্ত হয়ে গেল প্রতিটি মাংসপেশি।

www.nagorikpathagar.com

গাড়িটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজার হাতল।

মিস করল।

দরজায় বাড়ি লাগল হাতটা। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। কিন্তু টুঁ শব্দ করল না। ঝাঁপ দিল গাড়িটাকে লক্ষ্য করে। বডিতে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। হাঁটুতেও ব্যথা পেল। তা-ও শব্দ করল না।

চেঁচামেচি কানে আসছে রাস্তার দুই পাশ থেকে। মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে দেখতে পেল। বাচ্চার নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে।

গাড়ির দিকে তাকাল ওয়াসিম। দ্রুত গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। নিচের দিকে রাস্তার শেষ মাথায় আরেকটা রাস্তা আড়াআড়ি ক্রস করেছে প্রথমটাকে। লাল ট্র্যাফিক লাইট জ্বলছে। রাস্তা পেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা। বেশ ভিড় ওখানটায়।

জলদি ওঠো, ওয়াসিম!—নিজেকে তাগাদা দিল সে। বাচ্চাটাকে বাঁচাও!

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল ওয়াসিম। ঢাল.বেয়ে ছোটা কঠিন। রাস্তায় পড়ে আছে আলগা পাথর। পা পড়লেই সড়াৎ। কোন কিছুই দমাতে পারল না তাকে। মাথা ঘুরছে। বাচ্চাটার তীক্ষ্ণ চিৎকার বাজছে কানের পর্দায়। পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।

পেছনে থেকে কিছুই করতে পারবে না। পাশে যেতে হবে।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল।

হাতলটা ধরতে চায়।

নাহ্! আর বোধহয় পারা গেল না! পারল না ধরতে!

চোখ পড়ল রাস্তা পেরোতে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর ওপর।

'সরো! সরো তোমরা!' ওদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে।

গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুদে খুদে গোলাপী রঙের আঙুলগুলো দিয়ে কাঁচ আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।

নিজের অজান্তেই গতি বেড়ে গেল ওয়াসিমের।

জোরে...আরও জোরে...

থাবা দিয়ে ধরতে গেল আবার হাতলটা। আবার মিস করল!

www.nagorikpathagar.com

তৃতীয়বারের চেষ্টায় ধরে ফেলল হাতলটা। শক্ত হয়ে চেপে বসল আঙুলগুলো। ছাড়ল না কোনমতেই। গাড়ির পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে। একই সঙ্গে টেনে খোলার চেষ্টা করছে দরজাটা।

খুলে গেল দরজা।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল সে। গিয়ে পড়ল সীটের ওপর।

হাত ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে বাচ্চাটা। জড়সড় হয়ে আছে পেছনের সীটে।

সেদিকে তাকানোর সময় নেই। গাড়ির মধ্যে নিজেকে ঠেলেঠুলে সোজা করল ওয়াসিম। পা নেমে গেল নিচের দিকে। ব্রেক প্যাডালটা ছুঁতে চাইছে।

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওটা।

দুলে উঠল গাড়ি। হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়াবহ ঝাঁকুনি। ড্যাশবোর্ডে ঠুকে গেল ওয়াসিমের কপাল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণায় আপনাআপনি চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। বুজে গেল চোখের পাতা।

গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি থামিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটার চিৎকারও। সীটবেল্ট না থাকলে উড়ে এসে পড়ত সামনের দিকে। যত চিৎকার-চেঁচামেচি এখন গাড়ির বাইরে। কারও মুখ বন্ধ নেই।

আনন্দ আর স্বস্তি জুড়িয়ে দিল যেন ওয়াসিমের শরীর। পেরেছে সে! সময়মত থামাতে পেরেছে গাড়িটা!

সারা গায়ে ব্যথা। কপাল দপদপ করছে। মাথাটাও ঘুরছে বনবন করে। তুলে রাখতে পারছে না। চোখের সামনে সব যেন কেমন উজ্জ্বল লাল। লাল

www.nagorikpathagar.com

বদলে সাদা হলো। সাদা আলোটা হাতুড়ির মত বাড়ি মারছে যেন মাথার মধ্যে।

বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল।

মায়ের চিৎকার চমকে দিল তাকে। চোখের সামনে থেকে সাদা পর্দার মত সরে গেল বিচিত্র আলোটা। কানের পেছনে চিৎকার করে উঠেছেন মা, 'আমার খোকা! আমার খোকা!'

টের পাচ্ছে ওয়াসিম, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পেছনের দরজা। গাড়িতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন মহিলা। বাচ্চার সীট-বেল্ট খুলে নিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওয়াসিম, যাতে বেহুঁশ না হয়। শরীর কাঁপছে থরথর করে।

অবশেষে মাথা সোজা করল সে। হ্যান্ডব্রেক তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। টলে উঠল। মাথা ঘুরছে এখনও। কপালে হাত বোলাল।

গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে ছেলেমেয়েরা। একযোগে কলরব করছে সবাই। সবার চোখ ওয়াসিমের দিকে।

বাচ্চাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ছুটে এলেন মা।

'এত সাহসী ছেলে জীবনে দেখিনি আমি!' বাচ্চার গা থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে সে-হাতে জড়িয়ে ধরলেন ওয়াসিমকে। 'তোমার মত সাহস দুনিয়ায় আর কারও নেই!' ঘোষণা করে দিলেন তিনি। 'কি নাম তোমার, বাবা?'

'ওয়াসিম আকরাম!' কোনমতে বলল ওয়াসিম। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কান গরম হয়ে যাচ্ছে তার।

এগিয়ে এল স্কুলের ছেলেমেয়েরা। কেউ প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বা চাপড়ে দিল পিঠ।

দুই গাল বেয়ে পানির ধারা নেমেছে মায়ের। 'গাড়ি থেকে নেমে পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিলাম,' জানালেন তিনি। 'হ্যান্ডব্রেকটা তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম হয়তো। কি মনে হতে ফিরে তাকিয়ে দেখি গাড়িটা নেমে যাচ্ছে...শুধু আমার ছেলেটাকেই না, কতজনকে যে তুমি আজ বাঁচিয়ে দিলে, ওয়াসিম!'

www.nagorikpathagar.com

'তাই কি!' বিড়বিড় করল ওয়াসিম। প্রচণ্ড শকটা হজম করতে সময় নিচ্ছে। মাথা ঘোরা সারেনি এখনও। পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। শূন্যে ভাসছে সে।

ওয়াসিমকে ছেড়ে দিয়ে বাচ্চাকে বুকের এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরালেন মা। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওয়াসিম করলটা কি দেখলে তোমরা? সাইকেল থেকে চলন্ত গাড়িতে ঝাঁপ—এমন দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখা যায়।'

না না, ঠিক বলেননি আপনি!—বলতে চাইল ওয়াসিম, ঘটনাটা ঠিক এ ভাবে ঘটেনি। কিন্তু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রশংসা করছে। পিঠ আর কাঁধ চাপড়ানোর ধুম পড়ে গেছে। প্রতিবাদ করারও সুযোগ পেল না সে।

'আরেকটু হলে নিজেই মরত!' বলে চলেছেন মহিলা। 'কিন্তু অন্যকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের পরোয়া করেনি। অত সাহস জীবনে দেখিনি আমি!'

মহিলার কথা সমর্থন করে সম্মিলিত চিৎকার উঠল।

দুই হাত জিনসের পকেটে ঢুকিয়ে দিল ওয়াসিম। দেহের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে।

নিজেকে ওর অত সাহসী লাগছে না। হিরো মনে হচ্ছে না। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে অন্যভাবে। লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে গাড়ির ওপর পড়েনি। বরং সাইকেল থেকে পড়ার পর গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে নিজেকে বাঁচানোর জন্য লাফিয়ে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পেছনের সীটে অসহায় বাচ্চাটাকে দেখে কি যেন কি হয়ে গিয়েছিল, ছুটতে শুরু করেছিল পেছন পেছন...ব্যস, ওই পর্যন্তই!

চিৎকার-চেঁচামেচি, স্বাগত জানানোর পালা চলছেই। কেউ থামতে চাইছে না।

মুখ বন্ধ রেখেছে ওয়াসিম। কপাল ব্যথা সত্ত্বেও মুখে হালকা একটা হাসি ফোটাতে বাধ্য হলো। সবাই এখন তাকে ছেড়ে সরে গেলে বাঁচে। স্বস্তিতে দম নিতে পারে।

কিন্তু আবার তাকে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা। আরেকবার কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর গাড়ির দিকে এগোলেন। বাচ্চাকে আবার পেছনের সীটে বসিয়ে সীট-বেল্ট আটকে দিতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.com

কাঁধের ওপর আরেকটা হাত পড়ল। চাপ বাড়ল আঙুলগুলোর। কানের কাছে শুনতে পেল পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'ওয়াসিম!'

ফিরে তাকাল ওয়াসিম। হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে অঞ্জন চৌধুরি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওয়াসিম।

টেনে তাকে ভিড়ের ভেতর থেকে সরিয়ে নিয়ে চলল অঞ্জন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক দিল, 'ফারুক, এসো তো এদিকে! ওকে ধরো! কিভাবে টলছে দেখো। পড়ে যাবে।'

গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে ফিরে তাকালেন মহিলা। অঞ্জনের কথা কানে গেছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারের কাছে নেয়া লাগবে?'

'না না, লাগবে না!' তাড়াতাড়ি জবাব দিল ওয়াসিম। 'বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাস্তার পাশে ওয়াসিমকে নিয়ে এল অঞ্জন আর ফারুক।

সামনে এসে দাঁড়াল দুটো ছেলে। একজন ঢ্যাঙা, গায়ে মাংস বলতে নেই। মুখে প্রচুর তিল। পরনে নীল শার্ট, ফেড জিনস, দুই হাঁটুর কাছে ইচ্ছে করে ছিঁড়ে রাখা—স্মার্টনেস—যা দু'চোখে দেখতে পারে না ওয়াসিম; ভিখিরি মানসিকতা মনে হয়। খোঁচা খোঁচা চুল। এক কান ফুটো করে তাতে একটা রূপার রিঙ পরেছে।

সঙ্গের ছেলেটা খাটো, মোটা, লম্বা লম্বা চুল। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। চোখের পাতা সরু সরু করে ওয়াসিমকে জিজ্ঞেস করল, 'হিরোগিরি দেখানোর নেশা আছে মনে হয় তোমার?'

টেরা কথা শুনে চোখ গরম করে তাকাল ওয়াসিম, 'কে তুমি?'

খিকখিক করে হাসল সঙ্গের ঢ্যাঙা ছেলেটা। হাসিটা শুনলে রাগ লাগে। সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বলল, 'আই, টাকি, থামো তো তুমি!' ওয়াসিমের দিকে তাকাল, 'ও একটু বেশি কথা বলে। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি টোরি লেভিন।'

হাতটা ধরল ওয়াসিম। পাশে তাকিয়ে দেখল অঞ্জন আর ফারুক গম্ভীর।

টোরির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল অঞ্জন, 'কেন ওকে নিয়ে টানাটানি করছ, টোরি? দেখছ না ওর শরীর খারাপ লাগছে?'

www.nagorikpathagar.com

'তুমি আবার এর মধ্যে কথা বলতে আসো কেন, টেটনা শার্লক?' ওয়াসিমকে দেখিয়ে বলল, 'হিরোদের আমার পছন্দ। কারণ আমি নিজেও একজন হিরো তো। অবশ্যই ওকে আমার দলে নিয়ে নেব।' ওয়াসিমের দিকে তাকাল, 'আজই স্কুলে প্রথম যাচ্ছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াসিম।

হাসিমুখে টোরিকে বলল অঞ্জন, 'তোমার অবগতির জন্য জানানো দরকার, টোরি, ওয়াসিম আকরাম আমার অনেক পুরানো বন্ধু। ইয়েলোভিল থেকে এসেছে ও। বিশ্বাস না হলে ফারুককে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

ফারুকের দিকে তাকাল টোরি।

মাথা ঝাঁকাল ফারুক, 'হ্যাঁ।'

মুখের আলো দপ করে নিভে গেল টোরির। হাসি উধাও। আঙুল ঢিল হয়ে গেল টোরির। খসে পড়ে গেল ওয়াসিমের হাতটা। বড়ই হতাশ। ভেবেছিল, ওয়াসিমের মত একজনকে দলে টেনে নিতে পারলে তার দলের সুনাম বাড়বে, শক্তিশালী হবে দল। কিন্তু টেটনা শার্লকটা যে আগেই ওকে বগলদাবা করে বসে আছে, কে জানত!

মুহূর্তে অঞ্জন আর ফারুকের মত ওয়াসিমও টোরির শত্রু হয়ে গেল। চোখের পাতা সরু সরু করে ওয়াসিমের দিকে তাকাল সে। বলল, 'হিরো না ছাই! মহিলাটা একটা ইয়ে। এমন সাহস নাকি আর জীবনে দেখেনি! আহা!'

ওয়াসিমকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল অঞ্জন, 'কেন, চোখের সামনেই তো দেখলে কি কাণ্ডটা করল! এরপরেও অবিশ্বাস? তোমার দলের সমস্ত ছুঁচোগুলোর সাহস এক করলেও ওয়াসিমের সমান হবে না, তা জানো?'

'তাই নাকি?' খিকখিক করে হাসল টোরি। 'ভাল জমবে মনে হচ্ছে এবার!'

'চ্যালেঞ্জ করছ?

'করছি।'

'সাহস নেই,' সাফ বলে দিল টাকি।

'অ্যাই, তুমি থামো, টাকিমাছ!'

বাংলা শব্দটা বোঝে না টাকি। গর্জে উঠল, 'রোজই ট্যাকিমাছ

www.nagorikpathagar.com

ট্যাকিমাছ করো! পেয়েছ কি? কোন্‌দেশী গালি এটা? আজ তোমাকে বলতেই হবে! কি মানে এর?'

'গালি নয়, বাংলাদেশী একটা অতি লোভনীয় খাবারের নাম এটা,' হেসে জানিয়ে দিল ফারুক। 'টাকি হলো এক ধরনের মাছ, মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে খেতে নাকি খুব টেস্ট। ঠিক আছে, বাংলা পছন্দ না হলে ইংরেজিতেই ডাকা হবে তোমাকে। ট্যাকি-ফিশ! কি, এবার ভাল লাগছে নামটা!'

বিকৃত হয়ে গেল টাকির মুখ। 'দেখিয়ে ছাড়ব একদিন কে কাকে ভর্তা বানিয়ে খায়...'

'আহা, তোমরা এমন ঝগড়া শুরু করলে কেন...' কথা শেষ না করেই বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল ওয়াসিম। থাবা মারল পায়ে। সুড়সুড়ির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল, লম্বা একটা ঘাসের ডগা লেগেছিল পায়ে। লজ্জা পেয়ে হাসল। 'আমি মনে করেছিলাম শুঁয়াপোকা...'

ভুরু কুঁচকে গেছে টোরির। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওয়াসিমের দিকে। ধীরে ধীরে পাতলা হাসি ফুটল ঠোঁটে। অঞ্জনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কই, ভয় নাকি পায় না?'

'এটাকে কি ভয় বলে?'

'তাহলে কি বলে?'

'চমকে যাওয়া,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল অঞ্জন। 'পায়ে সুড়সুড় করলে তুমিও থাভ্রড় মারবে।'

'মারব, কিন্তু চিৎকার করব না।'

'দেখাব পায়ে লাগিয়ে? ফারুক, ওই ফুল গাছটাতে দেখলাম কালো কালো শুঁয়াপোকায় ভরে গেছে। কিলবিল করছে। এত বড় বড় লোম। যাও তো, কাঠিতে করে নিয়ে এসো তো একটা।'

ফারুক যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই হাত তুলল টোরি, 'থামো, থামো!...দাঁড়াও!' অঞ্জনের দিকে তাকাল। গাল চুলকাল এক আঙুলে। 'তারমানে তোমার দোস্ত ভয় পায় না বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।' মনে মনে ওয়াসিমের মুণ্ডপাত করছে অঞ্জন। প্রথম পরিচয়েই দিয়েছে নিজের দুর্বলতা টোরির কাছে ফাঁস করে।

টাকি বলল, 'প্রমাণ দিতে পারবে?'

www.nagorikpathagar.com

উত্তেজনায় টোরির গালের তিলগুলো যেন ঝিকমিক করে উঠল লাল-কালো তারার মত। মুহূর্তে শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেল ওর কুটিল মগজে। 'ঠিক, ঠিক, প্রমাণ! বাজি হয়ে যাক একটা!'

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভেবে আবার থামাতে গেল ওয়াসিম, 'না না, প্লীজ...'

'তুমি থামো!' ওয়াসিমকে কথাই বলতে দিল না অঞ্জন। 'তুমি এখানকার হালচাল কিচ্ছু জানো না। যা বলার আমি বলছি।' টোরির দিকে তাকাল, 'কত টাকা?'

টাকির দিকে তাকাল টোরি। দুজনের মুখেই কুটিল হাসি।

ঘড়ি দেখল টোরি। অঞ্জনের দিকে মুখ তুলল, 'তোমার যত ইচ্ছে। ভয় পেলে বাজিতে হারবে কালটু-আকরাম। টাকাটা কার পকেট থেকে দেবে সেটা তোমাদের মাথাব্যথা।...এই টাকি, চলো। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ধুর, টিভিতে কিচ্ছু নেই,' বিরক্ত হয়ে রিমোটটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল অঞ্জন। 'কম্পিউটার গেমগুলোও বিরক্তিকর! কি করা যায় বলো তো?'

চুপ করে রইল ওয়াসিম আর ফারুক। কি করলে ভাল লাগবে ওরাও বুঝতে পারছে না।

অঞ্জনদের লিভিং-রূমে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন বন্ধু।

শনিবারের ধূসর এক বিকেল। ঘরের জানালায় একটানা আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টির ফোঁটা। পেছনের আঙিনায় পুরু হচ্ছে খসে পড়া পাতার আস্তর। প্রবল বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছের ডালগুলো।

'চিলেকোঠায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন। 'জায়গাটা দারুণ।

www.nagorikpathagar.com

অন্ধকার। ছমছমে। যত দুনিয়ার বাক্স-পেটরা আর পুরানো জিনিসে বোঝাই। প্রচুর বইপত্র-ম্যাগাজিন। এক ধরনের উত্তেজনা আছে চিলেকোঠায়।'

'না রে, ভাই, আমি ওখানে যাব না,' সাফ মানা করে দিল ওয়াসিম।

যে কোন অন্ধকার জায়গাকে তার ভয়। সেটা চিলেকোঠাই হোক আর পাতাল-ঘর। আলোকিত ঘরে থাকাটাই তার পছন্দ।

'তাহলে আর কি করা! ভিডিওতে সিনেমা দেখি।' উঠে ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা আলমারিটার সামনে চলে গেল অঞ্জন।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। কেঁপে উঠল ওয়াসিম। ভয় ভয় লাগছে তার। সাপকে ভয়, মাকড়সাকে ভয়, পোকা-মাকড়, ইঁদুর, অন্ধকার, ভূত, আরও অনেক কিছুকে ভয়। ইদানীং বজ্রপাতকেও ভয় পায়।

আলমারি থেকে কয়েকটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে আনল অঞ্জন।

একটা ক্যাসেট হাতে নিয়ে ওপরে লাগানো ট্যাগটা পড়ল ওয়াসিম। 'সবগুলোই হরর ছবি নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল অঞ্জন, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি দেখব না।'

ফারুকের দিকে তাকাল অঞ্জন, 'তুমি?'

'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওয়াসিম যদি ভয় পায়...একজনকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রেখে ছবি দেখে আমরাও মজা পাব না।'

হতাশ হয়ে ক্যাসেটগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিল অঞ্জন। ওয়াসিমকে নিয়ে এক বিরাট সমস্যা হয়েছে। এত ভয় পেলে কি করা! কোন রহস্যের সমাধান করতে গেলেও মনে হচ্ছে আর যোগ দিতে পারবে না ওয়াসিম। যা করতে দেয়া হবে তাকে, ভয়ে পিছিয়ে আসবে।

কি করবে ভাবছে, এই সময় চমকে দিল দরজার ঘণ্টা। বেজে উঠল টুং-টাং টুং-টাং করে।

চাচা-চাচী মার্কেট থেকে ফিরল নাকি? না, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা নয়।

ফিরে তাকাল অঞ্জন।

'আই, দরজা খোলো, তোতলা ওয়াসিম!' শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'আমরা জানি, তুমি এখানে বসেই আড্ডা দিচ্ছ।'

www.nagorikpathagar.com

টোরি ডেনিমের গলা। চিনতে পারল তিনজনেই।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওয়াসিমের। তাকে 'তোতলা ওয়াসিম' বলে ডেকেছে! টোরি জানল কিভাবে?

অঞ্জনও অবাক। উঠে গেল দরজা খুলে দিতে।

ঘরে ঢুকল টোরি, টাকি এবং আরও তিনজন। হাত দিয়ে রেনকোট থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়তে লাগল টাকি। ভেজা জুতো নিয়েই উঠে আসতে গেল কার্পেটের ওপর। হাতটা বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দিল অঞ্জন। বাড়ি বয়ে এসেছে, শত্রু হলেও অভদ্রতা করল না। সৌজন্য দেখিয়ে ওদের ভেজা রেনকোট আর ম্যাকিনটশগুলো রেখে এল হ্যাঙারে। জুতোর তলা ভালমত মুছিয়ে নিল ডোরম্যাটে। কার্পেটে কাদা-পানি দেখলে কাউকেই আস্ত রাখবেন না অঞ্জনের চাচী। সবচেয়ে বেশি বকাটা খাবে অঞ্জন। অঞ্জনের মা-বাবা কেউ নেই, ওর যখন দুই বছর বয়েস, তখন মারা গেছেন দুজনে। তারপর থেকে চাচা-চাচীর কাছেই মানুষ।

খোঁচা খোঁচা চুল থেকে আঙুল দিয়ে পানি ঝাড়ল টোরি। ওয়াসিমের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওয়াসিমের মনে হলো, ইবলিসের হাসি।

ওয়াসিমের হাতের পপকর্নের বাটি থেকে এক খাবলা পপকর্ন তুলে নিয়ে মুখে পুরল।

'হাই, তোতলা ওয়াসিম!' ভুরু নাচাল লাল-চুল একটা ছেলে, ওর নাম কডি। তার সঙ্গী বাকি দুজন নিটু আর হ্যারল্ড ফ্যাকফ্যাক করে হাসল।

সব একই ক্লাসে পড়ে, ওয়াসিমদের ক্লাসে। হাসি, কথাবার্তা, আচরণে টোরির ফটোকপি একেকটা। সে-জন্যই দোস্ত হতে পেরেছে। টোরি ওদের নেতা হবার যথেষ্ট কারণ আছে। টোরির বাবার অনেক টাকা। টোরি হাত-খরচ পায় প্রচুর। সেগুলো দুই হাতে খরচ করে বন্ধুদের পেছনে। নেতা হবার প্রধান কারণ সেটাই।

তোতলা ওয়াসিম ডাক শুনে পেটের মধ্যে খামচে ধরল ওয়াসিমের। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে।

'আ-আ-আমাকে এ রকম করে ডা-ডা-ডাকছ কেন?' রাগ করে বলল ওয়াসিম।

'যে-যে-যে রকম করে কথা বলছ, সে-সে-সে রকম করেই তো ডাকছি!' খিকখিক করে হাসল টোরি। 'ভেবেছ জানি না? ইয়েলোভিলে যে

www.nagorikpathagar.com

স্কুলে পড়তে তুমি, সেটাতে পড়ে আমার কাজিন নিনা।' আবার পপকর্ন নেয়ার জন্য হাত বাড়াল সে।

বাটিটা সামনে বাড়িয়ে দিল ওয়াসিম। 'তাতে কি?' চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাটিটা নিজের হাতে নিয়ে নিল টোরি। কিছুক্ষণ চুপচাপ চিবাল। অপেক্ষা করিয়ে রাখল ওয়াসিমকে। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'নিনা আমাকে সব বলে দিয়েছে, তোতলা ওয়াসিম। পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ জিনিসকে ভয় পাও তুমি। ভয় পেলে তোতলাতে থাকো। নিজের ছায়া দেখলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেল।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওয়াসিম।

'নিনা আমাকে বলেছে, গত বছর দুপুরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। রাস্তায় মানুষ ছিল না। নিনা আর তার এক বান্ধবী বনের ভেতর থেকে নাকি স্বরে কথা শুরু করল। তুমি নাকি বেদিশা। পাশের খালে দিলে ঝাঁপ। সাঁতরে ওপারে উঠে প্রায় বেহুঁশ। এমন কাণ্ড করেছিলে, তুমি মরে গেছ ভেবে ভড়কে গিয়ে নিনা আর তার বান্ধবী ঝেড়ে দিয়েছিল দৌড় বাড়ির দিকে।'

মুখ কাঁচুমাচু করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ওয়াসিম, তাকে থামিয়ে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল অঞ্জন। 'মিথ্যে বলার আর জায়গা পেলে না! ভূতের ভয়ে পানিতে ঝাঁপ দেবে ওয়াসিম আকরাম? ভূতের ঘাড় মটকে দেবে। কতদিন অমাবস্যার রাতে ভূত খুঁজে বেড়িয়েছে ও। আর তুমিও যেমন, টোরি! তোমার মিথ্যুক বোনটা এসে কি না কি বানিয়ে বলল, আর তুমিও তার কথা বিশ্বাস করলে। অবশ্য তোমার আত্নীয় তো, ভাল আর কোত্থেকে হবে। কিংবা হয়তো নিনা কিছুই বলেনি, তুমি নিজেই বানিয়েছ। ওয়াসিমকে হিংসে করো তুমি। ওর মতো দুঃসাহসী তুমি আরও চোদ্দবার জন্মালেও হতে পারবে না।'

অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল টাকি। মুখে হাসি। 'তাই নাকি? তাহলে স্কুলে তোতলা ওয়াসিম খেতাব হয়ে গিয়েছিল কেন? তোতলা ওয়াসিম বলে খেপাত কেন?'

'টা-টা-টা-ট্টাকির মত শয়তানগুলো সবখানেই আছে বলে।'

www.nagorikpathagar.com

'তোমার সঙ্গে কথা বলছি নাকি?' ওয়াসিমের দিকে তাকাল টাকি। 'কেন খেপাত, বলো? নাকি এটাও মিথ্যে?'

ঘেমে যাচ্ছে ওয়াসিম। ইয়েলোভিলে থাকতে শেষ দিকে সহপাঠীদের খেপানোর জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল তার।

ভেবেছিল, রক সিটিতে এসে বাঁচল। কিন্তু অত্যাচারটা তো এখানে আরও বেশি হবে মনে হচ্ছে! বলতে গেল, 'আসলে একদিন একটা মা-মা-মা-মা-ম্মা...'

টাকির শয়তানি ভরা হাসিটা চওড়া হলো। কালো চোখের তারায় ঝিলিক। জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করল।

'কথা বের করতে পারছ না? আহারে!' মোলায়েম কণ্ঠে বলল সে। 'ঠিক আছে, আপাতত তোমার তোতলামি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা। তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণ করে দাও।'

'হ্যাঁ, প্রমাণ করে দাও,' এক সুরে কথা বলে উঠল টোরি। পপকর্নের খালি বাটিটা ঠাস করে টেবিলে রাখল সে। 'তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণের জন্য একটা ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি আমরা।'

জানালায় বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক। ভয়ানক শব্দটা আসছে! অগ্রাহ্য করার জন্য টোরিকে জিজ্ঞেস করল ওয়াসিম, 'পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা?'

গুড়ুম করে বিকট শব্দ হলো। নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। চোখ মেলে শুনল, অঞ্জন বলছে, 'কি পরীক্ষা?'

'কডির কাছে আছে,' সহকারীর দিকে ফিরল টোরি। 'এনেছ না?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় কাত করল কডি। 'নিজে ভিজেছি, কিন্তু এগুলোকে ভিজতে দিইনি। জানি, কাজের জিনিস। এক ফোঁটা পানিও লাগেনি গায়ে।' জ্যাকেটের নিচ থেকে লম্বা একটা কাঁচের বয়াম টেনে বের করল সে।

'কি-কি-ক্কি আছে ওর মধ্যে?' নিজের অজান্তেই আবার তোতলানো শুরু করল ওয়াসিম।

বয়ামটা টোরির হাতে তুলে দিল কডি।

টোরি সেটা তুলে ধরল ওয়াসিমের চোখের সামনে।

www.nagorikpathagar.com

মাকড়সা!

কালো, কুৎসিত, রোমশ অসংখ্য মাকড়সা কিলবিল করছে বয়ামটার মধ্যে। হেঁটে বেড়াচ্ছে বয়ামের দেয়ালে, একে অন্যের গায়ের ওপর।

ওয়াসিমের নাকের কাছে বয়ামটা ঠেলে দিল টোরি। ঝাঁকি দিল বয়ামে। বয়ামের দেয়াল বেয়ে ওঠা মাকড়সাগুলো খসে পড়ল তলায়। প্রচণ্ড আক্রোশে খামচা-খামচি শুরু করে দিল।

ওয়াসিমকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে টোরি, বুঝতে পারল অঞ্জন। থাবা দিয়ে টোরির হাত থেকে কেড়ে নিল বয়ামটা। মাকড়সাগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'এত মাকড়সা জোগাড়ের কারণ? ভেজে খাও নাকি তোমরা?'

খিকখিক করে হাসল টোরি। 'আমরা খাব কেন? তোমার দোস্তকে খাওয়াতে নিয়ে এলাম।'

সাংঘাতিক রসিকতা করে ফেলেছে যেন টোরি। হাসাহাসি শুরু করে দিল তার দোস্তরা।

ভড়কে গেল ওয়াসিম। সর্বনাশ! সত্যি সত্যি খেতে বলবে নাকি!

ঘাবড়ে গেছে ফারুকও। টোরি-বাহিনীকে বিশ্বাস নেই। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। ওয়াসিমের জন্য দুশ্চিন্তায় সাদা হয়ে গেল তার মুখ।

'সেদিন বাজির কথা বললে না,' অঞ্জনকে বলল টাকি। 'সে-জন্যই তো নিয়ে এলাম।'

'ভাল করেছ,' আড়চোখে ওয়াসিমের দিকে তাকাল অঞ্জন।

ওয়াসিমের মুখ দেখে মনে হলো বেহুঁশ হয়ে যাবে। পোকা-মাকড়ের

www.nagorikpathagar.com

মধ্যে মাকড়সাকে সবচেয়ে বেশি ভয় তার। ভয়ঙ্কর-দর্শন প্রাণীগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। একনাগাড়ে কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি করে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওগুলোর কুস্তি-যুদ্ধ।

'তা কি করতে হবে ওয়াসিমকে?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

'কিছুই না,' জবাব দিল টোরি। 'বয়ামের মধ্যে ওর হাতটা কেবল পাঁচটা মিনিট ঢুকিয়ে রাখতে হবে।'

হাঁ হয়ে গেল ওয়াসিম। উঠে দৌড়ে পালানোর কথা ভাবতে লাগল। কানে এল অঞ্জনের কথা।

'কোন সমস্যা নেই। পাঁচ মিনিট কেন, পাঁচ ঘণ্টা বয়ামে হাত ঢুকিয়ে রাখতে পারবে ওয়াসিম।' ফারুকের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল, 'কি বলো, ফারুক? ওয়াসিমকে আমরা চিনি।'

মিনমিন করে কি বলতে গেল ফারুক। তাকে থামিয়ে দিয়ে অঞ্জন বলল, 'মাকড়সাকে তুমি ভয় পাও, এই তো বলতে চাও? তা তো পাওই। আমিও পাই। কিন্তু ওয়াসিম পায় না।'

অঞ্জন, দোহাই তোমার, থামো!—বলতে গেল ওয়াসিম। বলতে পারল না।

মাকড়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ওয়াসিম। ভুরু নাচাল অঞ্জন, 'ভাবছ কি? ঢোকাও হাত। তোমার কতটা সাহস, দেখিয়ে দাও না এই কাপুরুষগুলোকে!'

এক বিন্দু সাহস নেই আমার, তুমি তো ভাল করেই জানো!—বলতে ইচ্ছে করল ওয়াসিমের, পারল না। দাঁত চেপে রাখতে রাখতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে। মুক্তির উপায় খুঁজছে। উঠে ছুটে পালাবে দরজা দিয়ে? উঁহু, স্কুলে আর যেতে পারবে না পরদিন। টিকতে পারবে না রক সিটিতে। ফারুকের দিকে তাকাল অসহায় চোখে। সেখানেও সাহায্যের কোন আশা দেখল না। হঠাৎ কি যেন কি হয়ে গেল মগজে। ঝটকা দিয়ে হাত বাড়াল, 'দেখি, দাও বয়ামটা!'

সরিয়ে নিল অঞ্জন, 'আরে রাখো রাখো। আগে কথা শেষ করে নিই।' টোরির দিকে তাকাল সে, 'কি বুঝলে? ভেবেছিলে ওয়াসিম আকরাম মাকড়সা দেখলেই কুঁকড়ে যাবে? বমি করে ফেলবে? কিংবা ছুটে পালাবে? কোনটাই তো করল না ও। প্রমাণ কি হলো না, ও যে ভয় পায়নি?'

www.nagorikpathagar.com

'না, হলো না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল টোরি। 'হাত ঢোকাতেই হবে। এবং পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। এটাই শর্ত।'

'কত টাকা বাজি?'

'তুমিই বলো।'

'তুমি বলো।'

'দশ লাখ হলে কেমন হয়?' হেসে বলল কডি।

কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল অঞ্জন, 'তোমাকে বেচলে হবে দশটা পয়সা? ফুটানি তো করো টোরির পয়সায়।'

জ্বলে উঠল কডির চোখ। মুখ কালো করে ফেলল। কিন্তু অঞ্জনের কথার জবাব দিতে পারল না।

'পঞ্চাশ ডলার?' টাকি বলল।

'তোমাকেই বা কথা বলতে কে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল অঞ্জন। 'আমি টোরির মুখ থেকে শুনতে চাই।'

টোরি বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

বয়ামটার দিকে তাকাল ফারুক। দেয়াল বেয়ে উঠছে কালো কালো মাকড়সাগুলো। খসে পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচেরগুলোর সঙ্গে মারামারি বেধে যাচ্ছে। যে যাকে পারছে কামড়াচ্ছে। বিষাক্ত হলে সর্বনাশ হবে। মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে অঞ্জন। ওয়াসিমকে এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।

'আমারও না,' টোরির কথার জবাব দিল অঞ্জন। 'তবে আরেকটু বেশি হলে ভাল হত। যাকগে, টাকাটা তো আসলে কিছু না। তোমরা দেখতে চাইছ ওয়াসিমের সাহস।'

'দাও বয়ামটা,' হাত বাড়াল টোরি।

দিয়ে দিল অঞ্জন।

টেবিলে রাখল সেটা টোরি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধাতব মুখটা খুলে ফেলল। সহকারীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ঘড়ি দেখবে কে?'

'আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টাকি। অতি আগ্রহ তার। নিজের হাত ঘড়িটা নিয়ে এল চোখের সামনে।

ওয়াসিমের দিকে তাকাল টোরি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পাঁচ মিনিট।'

'ঘড়ি ঠিক আছে তো ওর?' অঞ্জনের প্রশ্ন।

www.nagorikpathagar.com

মাথা ঝাঁকাল টোরি, 'না থাকলে আরও পাঁচ-ছয়টা ঘড়ি আছে।'

সবাই ঘিরে এল ওয়াসিমকে।

মাঝখানে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। ওয়াসিমের দিকে তাকিয়ে সাহস দিল, 'দাও হাত। কি হবে? মাকড়সার বিষেও যে তোমার কিছু হয় না দেখিয়ে দাও ওদের। ইয়েলোভিলে তো এতবড় মাকড়সাটা কামড়েছিল, মারা গেছ? মরনি। এগুলোর কামড়েও কিছু হবে না তোমার। নিশ্চিন্তে হাত ঢোকাও।'

অঞ্জনের আচরণ অদ্ভুত ঠেকছে ওয়াসিমের কাছে। ও তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, না তার ভাল চায়, বুঝতে পারছে না। ইয়েলোভিলে বেড়াতে যাওয়া অঞ্জনের সঙ্গে রক সিটির এই অঞ্জনকে মেলাতে পারছে না সে। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে টাকি। সেকেন্ডের কাঁটাটা বারোর ঘরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'শুরু!'

লম্বা দম নিল ওয়াসিম। হাত কাঁপছে। বয়ামের মধ্যে ঢোকানোর সময় দেখে ফেলবে না তো ওরা!

আঙুলের মাথা ঢোকাল প্রথমে। ঠাণ্ডা লাগছে কাঁচের ছোঁয়া। চোখ বন্ধ করে আচমকা হাতের পুরোটাই ঠেলে দিল ভেতরে।

কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না।

তারপর হাতের উল্টোপিঠে সুড়সুড়ে অনুভূতি। চোখ মেলে দেখল হাত বেয়ে উঠতে শুরু করেছে মাকড়সাগুলো।

নিজের অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ঠেকাতে চেয়েছিল। পারল না। সেটা ঢাকার জন্য জোর করে হাসি ফোটাল মুখে।

কপালে ঘাম জমছে। বেশি হয়ে গেলে ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়বে। ঘামটা কি দেখতে পাচ্ছে কেউ?

না, বয়ামের মধ্যে হাতটা ছাড়া আর কোনদিকে চোখ নেই কারও।

হাতের তালুতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মাকড়সাগুলো। রোমশ পাগুলো বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে কব্জির কাছে।

'তিরিশ সেকেন্ড!' ঘোষণা করল টাকি।

ওয়াসিমের মনে হলো তিরিশ বছর।

কম করে হলেও বারোটা মাকড়সা এখন আঁকড়ে ধরে আছে তার হাত। চামড়া চুলকাচ্ছে। সারা শরীরেই চুলকানিটা ছড়িয়ে পড়ল যেন।

www.nagorikpathagar.com

'এক মিনিট!' চিৎকার করে জানাল টাকি।

'এখনও চার মিনিট বাকি,' টোরি বলল। হাসিমুখে ওয়াসিমের দিকে ঝুঁকল। 'কি বের করে আনবে? না পারবে?'

পারবে না!—বুঝে গেছে ওয়াসিম।

হাতের উল্টোপিঠে নাচানাচি শুরু করেছে মাকড়সাগুলো। কাঁটা কাঁটা রোমের খোঁচা লাগছে। দুটো মাকড়সা কব্জি পার হয়ে বেয়ে বেয়ে উঠে আসতে লাগল কনুইয়ের কাছে। থাবা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ওগুলোকে। পা ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে দুটোকেই বাইরে ফেলে এল অঞ্জন।

কুট করে কামড় মারল একটা মাকড়সা। ঝাঁকি দিয়ে হাতটা বের করে আনতে চাইল ওয়াসিম।

পারল না। বয়ামের মধ্যে আটকে গেছে হাতটা।

বের করার জন্য হাত মোচড়াতে শুরু করল ওয়াসিম। শক্ত হয়ে গেছে মুঠো। যত চেষ্টা সব বিফল। হাত আর বেরোল না।

'দুই মিনিট,' ঘোষণা করল টাকি।

'কি করছ তুমি?' ভুরু নাচাল টোরি। 'হাত নাড়াচ্ছ কেন ওরকম করে?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াসিম।

'দেখলে তো?' হাসিমুখে টোরির দলের দিকে তাকাল অঞ্জন। 'ওয়াসিমের সাহস দেখলে! পাগলের মত কামড়াচ্ছে, তা-ও হাত বের করছে না ও!'

পারলে তো কখন বের করে ফেলতাম!—কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওয়াসিমের।

www.nagorikpathagar.com

আবার বের করার চেষ্টা করল হাতটা। পারল না। আটকেছে ভালমতই।

ফারুক শঙ্কিত হয়ে আছে, বিষের ক্রিয়ায় কখন চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যায় ওয়াসিম। ভয়ঙ্কর এ খেলা ভাল লাগছে না তার।

বুড়ো আঙুলে কামড় মারল একটা মাকড়সা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল ওয়াসিম। চিৎকার করল না।

বের করা দরকার হাতটা! কি করা যায়? বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলবে নাকি বয়ামটা?

অঞ্জন কোন সাহায্য করবে না, বুঝে গেছে। ফারুকের দিকে তাকাল।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফারুক। একেবারে চুপ। বোবা হয়ে গেছে যেন। কি করবে সে-ও বুঝে উঠতে পারছে না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে, টোরির কাজিন নিনা সত্যি কথাই বলেছে, যতই হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভান করুক না কেন অঞ্জন। আজ যদি ওয়াসিম বাজিটা হারে, খেপানো শুরু হবে তাকে। ইয়েলোভিলের মত এখানেও জীবনটা নরক হয়ে যাবে ওর।

ওয়াসিমের হাতের দুই পাশ দিয়েই এখন ওঠানামা করছে মাকড়সাগুলো। কব্জির কাছে ঘোরাফেরা করছে।

আবার তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার কামড়।

হাতটা বের করতে না পারলে নিস্তার নেই।

মাথা ঘুরছে ওয়াসিমের। ঘরটা পাক খাচ্ছে চরকির মত। বেহুঁশ হয়ে যাবে না তো!

সুড়সুড়ি আর চুলকানি কোনমতে সহ্য করেছে। কিন্তু কামড়? এক কামড় খেয়েই তো মরতে বসেছিল। ভয়টা তখন থেকেই বেড়েছে। ভয় পাওয়াটা রোগ হয়ে গেছে। ইয়েলোভিলে নদীর ধারে বসে মাছ ধরছিল। গাছের ওপর থেকে টুপ করে ঘাড়ে পড়েছিল একটা মাকড়সা। কামড়ে দিল। থাবা দিয়ে ওটাকে ঘাড় থেকে ফেলে তীক্ষ্ণ ব্যথাটা ডলে সারানোর চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো। মাথা ঘুরতে লাগল। এবং বেহুঁশ।

চব্বিশ ঘণ্টা পর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল। ডাক্তার বললেন, ভাগ্যিস ওটা ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার ছিল না। তাহলে মরে যেত ওয়াসিম। তবে

www.nagorikpathagar.com

যেটাতে কামড়েছে সেটাও কম বিষাক্ত নয়। ওয়াসিমের ভাগ্য ভাল, সময়মত চিকিৎসা পেয়েছে। নইলে বাঁচা কঠিন হয়ে যেত।

তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল সে। কামড়ের জায়গাটায় টিপ দিলে ব্যথা লাগত। এক মাসেরও বেশি ছিল সেই ব্যথা। সবই জানে অঞ্জন। তারপরেও মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকাতে তাকে বাধ্য করল!

মাথা ঘুরছে। তারমানে এই মাকড়সাগুলোও বিষাক্ত!...যাচ্ছে...বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে ও...

'পাঁচ মিনিট!' ঘোরের মধ্যে শুনতে পেল টাকির ঘোষণা।

মাথা ঝাড়া দিল ওয়াসিম। পরিষ্কার করতে চাইল ভেতরটা।

গুঙিয়ে উঠল টোরি। মাথা নেড়ে তিক্তকণ্ঠে বলল, 'জিতেই গেল!'

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল পাঁচজনেই। হতাশ।

দুই হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগল অঞ্জন। চিৎকার করে বলল, 'ফারুক, আমার জিতে গেছি! জিতে গেছি! পেয়ে গেলাম পঞ্চাশটা ডলার!' ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন টাকার জন্যই এতসব করেছে সে।

ওয়াসিমের দিকে তাকাল। 'হয়েছে, ওয়াসিম। সময় শেষ। হাত বের করে আনো।'

ঢোক গিলল ওয়াসিম। গলাটা শুকিয়ে তুষের মত খসখসে হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে, কথা সরছে না মুখ দিয়ে।

বয়ামের মধ্যে ওর হাত আটকে গেছে যখন বুঝতে পারবে, কি করবে টোরি? বলবে, না হয়নি, আবার নতুন করে শুরু করো?

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে ওয়াসিম বলল, 'না, বের করব না। আমার মজা লাগছে। আরও কিছুক্ষণ রাখব।'

'অ্যাঁ!' হাঁ হয়ে গেল টোরি।

সব ক'টা চোখ এখন ওয়াসিমের দিকে। সবগুলো চোখে বিস্ময়। ওর হাতের দিকে তাকাল ফারুক। হাত বেয়ে উঠে আসছে মাকড়সাগুলো। বিড়বিড় করল, 'পাগল হয়ে গেল নাকি!'

'ঠিক, তা-ই হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল কডি। 'আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারমানে ভীতু...'

অঞ্জন তার কথা কানেও তুলল না। 'দেখলে তো,' টোরির পিঠে এত

www.nagorikpathagar.com

জোরে থাপ্পড় মারল সে, উপুড় হয়েই পড়ে যাচ্ছিল টোরি, 'আমাদের ওয়াসিম আকরামের সাহস! পাঁচ মিনিট ওর জন্য কিছু না। ও আরও রাখতে চায়। আরও পাঁচ মিনিট হয়ে যাক। কি বলো?'

'অঞ্জন, প্লীজ...' বলতে গেল ওয়াসিম।

শুনল না অঞ্জন। 'দাও, টাকা দাও,' টোরির দিকে হাত বাড়াল সে। 'পঞ্চাশ ডলার।' কি ভেবে ফিরিয়ে আনল হাতটা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, সময়টা যেহেতু ডাবল করা হবে, টাকাটাও ডাবল...'

'অঞ্জন...' কাতর অনুনয় ফুটল ওয়াসিমের চোখে।

'টাকার জন্য ভাবছ তো?' অঞ্জন বলল। 'কোন চিন্তা নেই। তোমার কাছে এখন না থাকলে আমি দিয়ে দেব। তবে আমারও দেয়া লাগবে না। জানি তো, তুমি হারবে না।' টোরির দিকে তাকাল, 'কি, একশো ডলারের কথা শুনেই ঘেমে যাচ্ছ?'

'কি যে বলো! ঠিক আছে, দেবো একশো!' রাজি হয়ে গেল টোরি।

ওয়াসিমের হাতের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে মাকড়সাগুলো। আবার কুট করে কামড়ে দিল একটা। ব্যথায় দপদপ করছে হাতটা।

মারা যাচ্ছি আমি!—হাল ছেড়ে দিল ওয়াসিম। 'আর বাঁচব না! আজ এই ঘরেই আমার মৃত্যু হবে! হায় খোদা, শেষ পর্যন্ত মাকড়সার কামড়ে মরণ লেখা ছিল আমার কপালে!'

'পরের বার অন্য কিছু ভেবে বার কোরো,' টোরিকে উপদেশ দিচ্ছে অঞ্জন। 'তবে পারবে না। কোন কিছুকেই ভয় পায় না ওয়াসিম,' হেসে ফারুকের দিকে তাকাল। সমর্থনের আশায় বলল, 'তাই না, ফারুক?'

মুখ চুন করে আছে ফারুক। বুঝতে পারছে, টোরিকে খোঁচাচ্ছে অঞ্জন! উস্কে দিচ্ছে। প্রকারান্তরে সে নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছে, আরেকটা বাজি হোক।

দশ মিনিটও শেষ।

হাসি উধাও হয়ে গেছে টোরি-বাহিনীর।

টোরিকে বলল অঞ্জন, 'যাও, তোমাদের একশো ডলার মাফ করে দিলাম। নিতে লজ্জা লাগছে। এত সহজ বাজি। মনে হচ্ছে টাকাটা নিলে ঠকানো হবে তোমাদের।'

'তাই নাকি?' অপমানে মুখ কালো হয়ে গেল টোরির। 'বেশ, মনে থাকল কথাটা। পরের বার যাতে ভয় পায়, এমন কিছুই নিয়ে আসব।'

www.nagorikpathagar.com

'বাজির টাকাটাও বাড়াতে হবে তাহলে।'

'বাড়াব। যত বলো। এত সহজে ছাড়া পাবে না ও।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল টাকি, 'পরের বার ওকে তোতলা ওয়াসিম বানিয়েই ছাড়ব।'

দলবল নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল টোরি।

ওয়াসিমের দিকে তাকিয়ে হাসল অঞ্জন, 'কত সহজেই না টাকা রোজগার করা যায়, তাই না?'

'আমি যাচ্ছি মারা, আর তুমি করো টাকার চিন্তা!' ককিয়ে উঠল ওয়াসিম। 'জলদি খোলো আমার হাত! বয়ামে আটকে গেছে!'

মাথা ঝাঁকাল অঞ্জন, 'কিছু যে একটা হয়েছে, বুঝতেই পারছিলাম।'

'তাহলে পাঁচ মিনিটের পরই বিদেয় করে দিতে পারতে ওদের,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল ফারুক।

জবাব দিল না অঞ্জন। ওয়াসিমকে বলল, 'তোমার হয়েছে আমাজনের বাঁদরের অবস্থা। জানো না কি করে বাঁদর ধরে ওরা?'

'দোহাই তোমার, অঞ্জন, লেকচার থামাও!' চিৎকার করে উঠল ওয়াসিম। 'আগে বয়ামটা খোলার ব্যবস্থা করো। নইলে আজ ঠিক কবরে যেতে হবে আমাকে।'

'খোলার ব্যবস্থাই তো করছি। না শুনলে বুঝবে কি করে কেন আটকে আছে হাতটা? আমাজনের শিকারিরা একটা বাঁশের মধ্যে ফল রেখে দেয়। বানরে হাতটা ঢোকায়। ফলটা তুলে নিয়ে যতই বের করতে চায় হাত আর বেরোয় না। ফলও ছাড়ে না, হাতও বেরোয় না। প্রথমে লোভ, তারপরে আতঙ্ক। মাথা যায় গরম হয়ে। কি করবে বুঝতে পারে না। শিকারি এসে ধরে ফেলে। কেন এমন হয় জানো? হাতটা ঢোকানোর সময় আঙুলগুলো সোজা থাকে, সরু থাকে, ফলটা তুলে নিলেই মুঠো বড় হয়ে যায়, বাঁশের ফাঁকে আটকে যায়...'

হাতের দিকে তাকাল ওয়াসিম। এখনও মুঠো করে আছে। খুলে নিল আঙুলগুলো। সহজেই বেরিয়ে এল হাতটা। ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। 'আ-আ-আমি একটা গা-গাধা!'

'গা-গাধাই হও আর যা-ই হও, সত্যি তোমার সাহস আছে...'

'ইয়ার্কি মারছ! আমি এদিকে মরে যাচ্ছি...উহ্!' হাত ডলতে লাগল ওয়াসিম।

www.nagorikpathagar.com

'দেখি, কি হয়েছে?' এগিয়ে এল অঞ্জন। হাতটা তুলে নিল। 'বাপরে, কি ফোলা ফুলেছে! আগে বের করা গেলে এটাও দেখাতাম টোরিদের—তোমার সাহসের আরও বড়াই করা যেত; এত যন্ত্রণার পরেও বের করনি বলে। যাকগে, যা গেছে গেছে...'

অঞ্জনের কাণ্ড দেখে রেগে গেল ফারুক, 'তোমার হলো কি, অঞ্জন!...ফালতু কথা বাদ দিয়ে আগে দেখো কোন ক্রীমটিম আছে কিনা।'

'আছে, আছে। নিয়ে আসছি।' দৌড়ে চলে গেল অঞ্জন।

ওয়াসিমের দিকে তাকাল ফারুক, 'বেশি ব্যথা করছে?'

'ব্যথার চেয়েও চুলকাচ্ছে বেশি।'

'হুঁ, তারমানে বিষাক্ত না মাকড়সাগুলো।'

'তা তো নয়ই। আমাকে যেটা কামড়েছিল সেটার মত হলে কখন মরে যেতাম...'

'আঁউক!' করে এক চিৎকার দিয়ে উঠল ওয়াসিম।

'কি হলো!' লাফ দিয়ে এগিয়ে এল ফারুক।

জবাব না দিয়ে পাগলের মত জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে শুরু করল ওয়াসিম। একটা মাকড়সা বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। রাগের চোটে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করল। কার্পেট নষ্ট হওয়ার পরোয়া করল না। চাচীর বকা খাবে এখন অঞ্জন। দুঃখ অনেকটা কমল ওর।

ক্রীম নিয়ে ফিরে এল অঞ্জন। 'হাতটা লম্বা করো, মাখিয়ে দিই।'

ওষুধের প্রভাবে চুলকানিটা কমল। তবে কামড়ের কারণে যে সব জায়গা ফুলে গেছে ওগুলো ফুলেই রইল।

'মাকড়সাগুলো বিষাক্ত ছিল না, দেখেই চিনেছিলাম...' অঞ্জন বলল। 'বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালো, সেরে যাবে। আমি দেখি, ফ্রিজে কি কি পাওয়া যায়।'

'থাক, আর লোভ দেখাতে হবে না,' উঠে দাঁড়াল ওয়াসিম। 'গরু মেরে জুতো দান!'

বাথরুমে এসে ঢুকল ওয়াসিম। পানি ঢালায় সত্যি কাজ হলো। আয়নার দিকে তাকাল। কি রকম বিকৃত করে রেখেছে মুখটা। স্বাভাবিক করল। পরক্ষণে একটা কথা মনে পড়তে আপনাআপনি বিকৃত হয়ে গেল আবার।

www.nagorikpathagar.com

হুমকি দিয়ে গেছে টোরি, পরের বার আর এত সহজে ছাড়বে না। কি নিয়ে যে হাজির হবে, খোদাই জানে!

সত্যি, মাকড়সার বয়ামে যে ভাবে হাতটা ঢুকিয়েছিলে তুমি,' অঞ্জন বলল, 'আমি পারতাম না।'

'আর আমি হলে ঢোকাতামই না,' ফারুক বলল। 'ভীতু, কাপুরুষ, যা খুশি বলে বলুকগে আমাকে টোরি।'

'রোজ রোজ ওসব শোনার চেয়ে সাহস দেখিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেই কি ভাল না?'

'ঘুষি মেরে ওর নাক ফাটিয়ে দিতাম আমি...'

'টোরি তো একলা নয়। কজনের ফাটাবে?'

মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকানোর পরের আরেক শনিবার। অঞ্জনদের বাড়িতেই আড্ডা দিচ্ছে তিন বন্ধু। সেদিনও অঞ্জনের চাচা-চাচী বাড়িতে নেই।

গত শনিবারের মত বৃষ্টি হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার। তবে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।

অঞ্জন আর ফারুকের তর্কে যোগ দিতে পারল না ওয়াসিম। মানসিক অশান্তিতে রয়েছে সে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা। পুরোটা সপ্তাহ ধরে তাকে ভয় দেখিয়েছে টোরি, 'কালটু-আকরাম, এবার দেখব কেমন তোমার সাহস। এমন প্ল্যান করেছি, তোতলাতেও ভুলে যাবে।'

কি করতে যাচ্ছে, জানতে চেয়েছে ওয়াসিম।

www.nagorikpathagar.com

মুচকে হেসেছে টোরি, ভঙ্গি করেছে সিনেমার দুষ্ট ভিলেনের মত। 'আগেই বলব কেন...'

জানালার কাঁচে শব্দ হতে ধড়াস করে উঠল ওয়াসিমের বুক। ভাবল টোরিরা এসে গেছে।

কিন্তু না, বারান্দার নয়, বাইরের দিকের জানালায় শব্দ হয়েছে। বোধহয় ডালটাল বাড়ি খেয়েছে।

অঞ্জন আর ফারুকের তর্ক তুঙ্গে উঠেছে, এই সময় ফোন বাজল। উঠে গিয়ে ধরল অঞ্জন। মিনিটখানেক কথা বলে ফিরে এল হাসিমুখে, 'টোরিরা আসছে।'

আঁতকে উঠল ওয়াসিম, 'মানা করে দিলে না কেন?'

'মানা করব কেন? ও ব্যাটাদের কাছে হারব নাকি?'

'কি বলল?'

'জানতে চাইল, তুমি আছো নাকি। বাড়িতে অন্য কেউ আছে কিনা।'

'আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল ওয়াসিম।

'আরে কি করছ!' হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল অঞ্জন। 'মুখে চুনকালি মাখাবে নাকি শেষে! কোনও দিন আর স্কুলে গিয়ে শান্তি পাবে মনে করেছ?'

'আ-আ-আমি বাবাকে বলে অন্য শহরে চলে যাব। অন্য স্কুলে ভ-ভ-ভর্তি হব...'

'তাতে লাভটা কি? ওখানে গিয়েও তো ভ-ভই করবে। মূল জিনিসটা না উপড়াতে পারলে শান্তি পাবে না কোনখানে গিয়েই।'

উড়ে চলে এল যেন টোরিরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেল বাজল।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওয়াসিমের। 'আমি বাথরুম থেকে আসি!'

'কেন?'

'মাথায় পানি দেব।'

'দরকার নেই, বসে থাকো। ওরা বুঝে যাবে তুমি ভয় পেয়েছ।' দরজা খুলে দিতে চলল অঞ্জন। 'যেটা তুমি নও, সেটা মানুষকে বোঝাতে যাও কেন?'

'অঞ্জন, তুমি বুঝতে পারছ না,' অনুরোধের সুরে বলল ওয়াসিম, 'আমার সাহস সত্যি নেই। আগে যা-ও বা ছিল, মাকড়সাটা কামড়ে দেবার পর আর ছিটেফোঁটাও নেই...'

www.nagorikpathagar.com

আবার বেল বাজল। অস্থির হয়ে গেছে টোরির দল।

দরজা খুলে দিল অঞ্জন।

'খুলতে এত দেরি কেন?' মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল টোরি। 'প্যান্ট বদলাচ্ছে নাকি তোতলা ওয়াসিম!' খিকখিক করে হাসল সে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল অঞ্জন, 'প্যান্ট বদলাবে কেন?'

'ভয়ে খারাপ করে ফেলেছে হয়তো...'

'ওই তো সোফায় বসে আছে। কেন, সেদিন মাকড়সা নিয়ে এসে শিক্ষা হয়নি? কথা কম বলো,' হুমকি দিল অঞ্জন। 'নইলে বাজিটা অন্য রকম হবে বলে দিলাম।'

'কি রকম? টাকা বাড়াবে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল টাকি।

'না। হেরে গেলে গায়ের কাপড় খুলে রেখে বাড়ি যেতে হবে তোমাদের।'

কডি বলল, 'না না, টাকাই ভাল...'

'কেন, নিজেরাই ঘাবড়ে গেলে?' ভুরু নাচিয়ে হাসল অঞ্জন।

'অ্যাই, তুমি চুপ থাকো!' ধমক লাগাল কডিকে টোরি। অঞ্জনের দিকে তাকাল, 'তাহলে বাজিটা এখনও বহাল আছে? শিওর হতে এলাম। ওটা গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো আমাদের। বাজি যদি না-ই থাকে শুধু শুধু ঝামেলা...'

'তোমরা কি, বলো তো?' রেগে উঠল অঞ্জন। 'ফোনেই তো বলে দিলাম যা বলার...'

'কিন্তু প্ল্যান বদলেছি আমরা।'

'বদলেছ মানে?'

'প্রথম যে জিনিসটা আনার কথা ছিল, সেটা আনিনি।'

'সেটা কি ছিল?'

'আনতে চাই না যখন, শুনে আর কি করবে?'

'তাহলে এখন কি আনতে চাও?'

ফিরে তাকাল টোরি। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, 'কি, আগেই বলে দেব?'

'বলো,' টাকি বলল। 'জেনেশুনে আগে থেকে মনের জোর বাড়িয়ে রাখুক তোতলা ওয়াসিম। অত নির্দয় যে নই আমরা, সেটাও বুঝুক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অঞ্জনের দিকে ফিরল আবার টোরি।

www.nagorikpathagar.com

উৎকর্ণ হয়ে আছে ওয়াসিম। টোরি কি বলে শোনার জন্য। ফারুকেরও কান খাড়া।

টোরি বলল, 'একটা সাপ আনব। বড়। বিষাক্ত। ওটার মুখে চুমু খেতে হবে তোমাদের তোতলা তোতলা ওয়াসিমকে। পারবে নাকি জিজ্ঞেস করো।'

বলে কি! হাঁ হয়ে গেল ওয়াসিমের মুখ।

কিন্তু অঞ্জনের হাসি এক বিন্দু মলিন হলো না। 'দূর! ভেবে ভেবে শেষে এই জিনিস বের করেছ? হায়রে কপাল, এই না হলে টোরির বুদ্ধি! এ তো মাকড়সার চেয়েও সোজা!'

'বলছ!'

'তো আর কি বলব? জানো, কত সাপ ঘেঁটেছে ওয়াসিম? এক ভারতীয় বেদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল ওয়াসিমের, ইয়েলোভিলে থাকতে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলল অঞ্জন। 'সাপ খেলানো শিখেছে তার কাছে। তারপর থেকে তো ওয়াসিমের জয়-জয়কার। মেলা হলেই সার্কাসের লোকের ডাক আসত তার কাছে। ডেকে নিয়ে যেত। কত যে প্রশংসা আর পুরস্কার পেয়েছে সে।'

'তাই নাকি?' সন্দেহ দেখা দিল টোরির চোখে।

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'নিনা তো সাপ খেলানোর কথা কিছু বলল না?'

'ও তোমার বোন। তোমার মতই চরিত্র। ও কি আর কারও ভালটা বলতে যাবে?'

দমে গেল মনে হলো টোরি। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে। আবার ফিরল অঞ্জনের দিকে। হাসি ফোটাল মুখে। 'ও তুমি যা-ই বলো, নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করছি না আমি।' বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে। সহকারীদের বলল, 'অ্যাই, চলো হে, নিয়ে আসিগে।'

অঞ্জনের মিথ্যের বহর শুনে ফারুকও হতবাক। অঞ্জন দরজা লাগিয়ে ফিরে আসতেই বলে উঠল, 'এ সব বাহাদুরি না করলে কি চলত না?'

'না, চলত না। শঠে শাঠ্যং। ওরা যেমন, ওদের ওভাবেই জবাব দিতে হবে।'

www.nagorikpathagar.com

'কি-কি-কিন্তু কেউটে আনে না র‍্যাটল আনে,' ওয়াসিম বলল, 'ঠিক আছে কিছু? সাপের মুখে চুমু খাব কি করে!'

'খাবে। তাতে অসুবিধে কি?' মুচকি হাসল অঞ্জন।

'তোমার কি হয়েছে বলো তো, অঞ্জন! তুমি আমাকে কায়দা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইছ নাকি? খুনের মোটিভটা কি? কি করেছি আমি? আমার তো কোন টাকা-পয়সা জমানো নেই, ইনশুরেন্স-ফিনশুরেন্সও নেই...'

'চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। সাপ ওরা আনবে না।'

'যদি আনে?'

'যদি আনে, তখন দেখা যাবে। তবে আমার এত কথার পর সাপ ওরা আনবে না, লিখে রাখতে পারো। ওদের ধারণা হয়ে গেছে, সাপকে তুমি ভয় পাও না। এনে লাভ হবে না।'

কিন্তু টোরিকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চিন্ত হতে পারল না ওয়াসিম।

*

বার বার ঘড়ি দেখছে অঞ্জন। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, টোরিরা গেছে, এখনও আসার নাম নেই।

ফারুক বলল, 'আসবে না নাকি?'

'না এলেই তো ভাল,' ওয়াসিম বলল। 'আসছে না দেখে তুমিও মনে হয় হতাশ! তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ...'

কথা শেষ হলো না ওয়াসিমের। দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার, 'অঞ্জন, দরজাটা খোলো তো, ভাই! জলদি!'

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল অঞ্জন। হাতল ঘুরিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজা।

দরজায় দাঁড়ানো টাকি। চিৎকার দিয়ে উঠল, 'জলদি এসো! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

বেরিয়ে এল তিন বন্ধু।

কড়ির পেছনে হ্যারল্ড আর নিটুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওয়াসিম। তারপর দেখতে পেল টোরিকে।

দুই হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরে রেখেছে টোরি। টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে।

www.nagorikpathagar.com

তাকে ধরে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল নিটু আর হ্যারল্ড।

'তোমার চাচা-চাচী বাড়ি আছে, অঞ্জন?' চিৎকার করে বলল কডি। 'আমাদের সাহায্য দরকার!'

'না। কি হয়েছে?' জানতে চাইল অঞ্জন।

'একটা বড়...বিষাক্ত সাপ নিয়ে এসেছিলাম আমরা,' টাকি জানাল। 'ঝাঁপির ঢাকনা তুলতেই পালাল ওটা। টোরি ছুটল ওটার পেছনে। জঞ্জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাপটা। দৌড়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে লোহা-লক্কড়ের মধ্যে পড়ে দেখো কি অবস্থা হয়েছে ওর!'

'শিকের খোঁচা লেগে একটা চোখ গলে বেরিয়ে চলে এসেছে,' আবার চিৎকার করে উঠল কডি।

'আহ্!' গুঙিয়ে উঠল টোরি।

ধীরে ধীরে ডান হাতটা নামাল চোখের ওপর থেকে। হাতের তালু মেলে দেখাল।

খুলে চলে আসা রক্তাক্ত বিশাল চোখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন বন্ধু।

'আহ্, আমাকে...আমাকে বাঁচাও, ওয়াসিম!' গোঙাতে গোঙাতে বলল টোরি। 'তোমার অভিশাপেই অমন হয়েছে। প্লীজ, কিছু একটা করো!'

'ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার!' চিৎকার করে বলল কডি। 'অ্যামবুলেন্স!'

'আহ্...বাঁচাও আমাকে...কি যন্ত্রণা...মাগোহ্!' ক্রমাগত গোঙাচ্ছে টোরি।

ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে খুলে আসা চোখটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে ওয়াসিমের। মুখে হাত চাপা দিল বমি ঠেকানোর জন্য।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল অঞ্জন।

ফারুকও তাকাতে পারছে না চোখটার দিকে।

ওয়াসিম তাকিয়ে আছে।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা...' ককাতে ককাতে টোরি বলল। 'কিছু একটা করো না!...উফ্, কি ব্যথা!'

চোখটার দিকে তাকিয়েই আছে ওয়াসিম।

ছুটে গেল হঠাৎ। টোরির হাত থেকে এক থাবায় চোখটা তুলে নিয়ে লজেন্সের মত ছুঁড়ে দিল মুখের মধ্যে। চুষতে শুরু করল।

www.nagorikpathagar.com

চিৎকার দিয়ে উঠল অঞ্জন।

ঘৃণায় মুখ বাঁকাল ফারুক।

ভীষণ চমকে গিয়ে টাকিও চেঁচিয়ে উঠল। হাঁ হয়ে গেছে কডি আর বাকি তিনজন।

টোরির দিকে ফিরে চোখটা এ গাল-ওগাল করতে থাকল ওয়াসিম।

হাসতে শুরু করল টোরি। অন্য হাতটা নামিয়ে আনল চোখের ওপর থেকে।

ঠোঁট ফাঁক করে জিভের ডগায় চোখটা বসিয়ে সামনে ঠেলে দিল ওয়াসিম।

টাকি হাসল। হাসতে লাগল কডি, নিটু আর হ্যারল্ড।

মুখ থেকে চোখটা হাতের তালুতে ফেলে দিল ওয়াসিম। ছুঁড়ে দিল টোরির দিকে। 'দেখতে একেবারে আসল চোখের মত। প্ল্যাস্টিকের। মলের কার্ড স্টোর থেকে কিনেছ, তাই না? আজই দেখে এলাম, সকাল বেলা। হ্যালোউইন ডিসপ্লেতে সাজিয়ে রেখেছিল।'

'হ্যাঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টাকি।

অঞ্জনের দিকে তাকাল টোরি। 'পেপার টাওয়েল আছে? নকল রক্তটা মুখ থেকে মুছে ফেলতাম। ফোঁটা পড়ে কাপড় নষ্ট হচ্ছে।'

অঞ্জন চলে গেল পেপার টাওয়েল আনতে।

ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যে। বড় একটা কাগজের দলা তুলে দিল টোরির হাতে। 'দেখলে তো? আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু চোখের পাপড়িটাও একবার কাঁপেনি ওয়াসিমের। তা, এটাই তোমার দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ নাকি? বললাম না, ওয়াসিমকে ভয় দেখাতে হলে সত্যিকারের

www.nagorikpathagar.com

ভয়াল জিনিস দরকার।...যাও, আজও নেব না টাকা। এত সহজ কাজের জন্য টাকা নিতে নিজের কাছেই খারাপ লাগে।'

চোখটা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল টোরি। অঞ্জনের কাঁধে বাড়ি খেয়ে কার্পেটে পড়ল সেটা।

'এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ নয়, শার্লক চৌধুরি,' টাকি বলল, 'সামান্য রসিকতা করলাম তোমাদের সঙ্গে। দেখলাম চেষ্টা করে তোতলা রাক্ষসটার রাতের খাওয়াটা মাটি করতে পারি কিনা।'

'বরং খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলে ওর, টাকি মাছ!' অঞ্জন বলল। 'টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার জন্য প্রাণ এখন আনচান করতে থাকবে ওর।'

ভাবছে ওয়াসিম, কি সাংঘাতিক বাঁচা বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস মলে দেখে এসেছিল চোখটা। নইলে বমি করে ভাসিয়ে ফেলত এতক্ষণে।

মাটি থেকে চোখটা তুলে নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে ছুঁড়ে মারল কডি। হ্যারল্ড আবার মারল নিটুকে। ঘরের মধ্যে চোখ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা শুরু করে দিল ওরা।

মুখ থেকে লাল রঙ মুছে ফেলল টোরি। কাগজটা দলা পাকিয়ে আচমকা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ওয়াসিমের মুখ লক্ষ্য করে।

বোধহয় সেদিকে নজর থাকাতেই চোখটা ধরতে মিস করল কডি। একটা ল্যাম্পের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। নড়ে উঠল ল্যাম্পটা, কিন্তু পড়ল না।

'কি করছ!' ধমকে উঠল অঞ্জন। 'সামান্য ভদ্রতাটাও শেখনি নাকি? চাচা-চাচী এসে পড়বে এক্ষুণি। তোমাদের এ সব করতে দেখলে খুশি হবে না।' টোরির দিকে ফিরল সে, 'তারমানে সাপ তুমি আননি?'

মাথা নাড়ল টোরি। 'না, পরে ভেবে দেখলাম, ঠিকই বলেছ তুমি, সাপ জিনিসটা ভয়াল কিছু না। যে কেউ হাতে নিতে পারে।...ভাগ্যক্রমে আবারও জিতে গেলে তুমি হিরো মিয়া।' ওয়াসিমের কাঁধে চাপড় দিল সে। 'তবে তোমাকে আমি তোতলা ওয়াসিম না বানিয়ে ছেড়েছি তো আমার নাম টোরি লেভিন নয়।'

'ভালই হবে,' অঞ্জন বলল। 'শেষ পর্যন্ত বাপের দেয়া নামটা বদলে আমাদের দেয়া নামটাই ব্যবহার করতে হবে তোমাকে, টোরি।...কিন্তু হেরে গিয়েও অত বড় বড় কথা কেন? ওয়াসিমকে ভয় পাওয়ানো তোমাদের কম্মো নয়। বাজি আর তোমরা কোন কালেই জিততে পারলে না।'

www.nagorikpathagar.com

'তাই নাকি?' মুখ বাঁকাল টাকি। 'টোরির প্ল্যান কি, কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা। বাজির টাকাটা আগেভাগেই দিয়ে রাখতে পারো আমার কাছে। হেরে তোমরা যাবেই।'

'তোমাদের আসলে লজ্জা-শরম একেবারেই নেই,' নিমের তেতো ঝরল অঞ্জনের কণ্ঠে। 'দুই-দুইবার টাকা মাপ করে দিলাম, আর এখন টাকা দেয়ার কথা তুলছ। জেতার বেলায় নাম নেই, আগেই টাকা দিই, তাই না! যাও, টাকা আমরা নেবই না। বাজি হবে অন্যভাবে। টোরি বলেছে, ওয়াসিমকে হারাতে না পারলে তার নাম টোরি লেভিন নয়। খুব ভাল কথা। এবারের বাজি, হারলে আমরা যে নামে ডাকব ওকে, সেটা বহাল করতে হবে। ওর নাম হবে স্রেফ টোরি। সারা স্কুলে ছড়িয়ে চাউর করে দেব সেটা আমরা।'

'তা দিও, পারলে,' দমল না টাকি। 'ওর প্ল্যানটা জানলে এখনই প্যান্ট খারাপ করে বাথরুমে দৌড়াত তোমাদের তোতলা মিয়া।'

'কি প্ল্যান?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল ওয়াসিম।

টোরির তিলে-পড়া মুখে মুচকি হাসি ফুটল। 'আগাম ইঙ্গিত চাইছ তো? বেশ বলছি। আমাদের একটা ফিউনরল পারলার আছে, জানো তো?'

'জানি,' জবাবটা দিল অঞ্জন। 'তাতে কি?'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল টোরির সারা মুখে। 'তাতে? নিজের বুদ্ধির তো খুব বড়াই করো। আন্দাজ করে নাও।'

সোমবার লাঞ্চের সময় ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যাফিটেরিয়ার দিকে রওনা হয়েছে ওয়াসিম আর অঞ্জন। ফারুককে দেখতে পেল না। সে বেরিয়েছে ওদের আগে। ডেকে নিয়ে গেছে নাইনথ্ গ্রেডের মরফি।

www.nagorikpathagar.com

হলের মোড় ঘুরতেই কানে এল হই-চই, রাগত চিৎকার।

অন্যপাশে এসে টাকিকে দেখতে পেল ওয়াসিম আর অঞ্জন। ওদের দেখে চিৎকার করে বলল, 'জলদি যাও! ফারুককে পেটাচ্ছে মরফি।'

দৌড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ফারুকের কলার চেপে ধরেছে মরফি। বিশালদেহী ছেলেটার সঙ্গে পাত্তাই পেল না ফারুক। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল টাইলস বসানো দেয়ালে।

'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে ফারুক।

খলখল করে হেসে উঠল মরফি, 'না ছাড়লে কি করবে? মারবে? মারো! মারো!'

ফারুককে মাটিতে নামাল সে। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো লাগাল ফারুকের বুকে। কলার ছাড়ল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা লকারের কাছে। হ্যাঁচকা টানে লকারের দরজা খুলে তার মধ্যে ঠেসে ভরতে শুরু করল।

'অ্যাই, মরফি! ও কি করছ!' এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরে পেল অঞ্জন। ধমকে উঠল, 'ছাড়ো ওকে!' ফারুককে সাহায্য করার জন্য এগোতে গিয়েও কি ভেবে এগোল না। থমকে গিয়ে ওয়াসিমের দিকে তাকাল, 'হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? ছাড়াও না ওকে! শিক্ষা দিয়ে দাও মরফিকে!'

'আ-আ-আমি!' এখানে সবার সামনে তোতলানো নিরাপদ নয়, ভুলে গেছে ওয়াসিম। পিছিয়ে গেল এক পা।

'যাও! যাও!' ওয়াসিমকে ঠেলে দিল অঞ্জন। 'একমাত্র তুমিই ওর সঙ্গে পারবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও না, হিরো মিয়া,' টাকি বলল। 'তুমি তো কোন কিছুকেই ডরাও না। গায়ে-গতরেও বড়ই। একচোট দেখিয়ে দাও মরফিটাকে। বড্ড বাড় বেড়েছে পাজিটার। যাকে পায় তাকেই মারে।'

ঢোক গিলল ওয়াসিম, 'কিন্তু...আমি...আমি...'

'আরে আমি আমি করছ কেন? তোমার বন্ধুকে পেটাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? বন্ধুর জন্য মায়া-দরদ নেই? নাকি ভয় পেয়ে গেলে?'

'যাও,' আবার ওয়াসিমের পিঠে ঠেলা মারল অঞ্জন। 'মরফি তোমার কাছে নস্যিঁ। তুষের মত উড়িয়ে দাও ওকে। ভেঙে চুরচুর করো!'

www.nagorikpathagar.com

লকারে ঢুকিয়ে ফারুককে ঠেলতেই আছে মরফি। বুকে হাত দিয়ে ঠেসে ধরে রেখে বলল, 'বলো, গু খাই!'

'তা কেন বলব!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফারুক। ফুসফুসে চাপ পড়াতে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল।

হাতটাকে মুঠো করে তার বুকে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল মরফি। ব্যথায় কাতরে উঠল ফারুক। আবার বলল মরফি, 'বলো জলদি, গু খাই! নইলে ছাড়ব না।'

'না, বলব না!'

তাতে যেন খুশিই হলো মরফি। ফারুককে অত্যাচার করার সুযোগ পেল। ওর পেটে ঠেসে ধরল মুঠো পাকানো হাতটা। জোরে চাপ দিতে লাগল।

আর্তনাদ করে উঠল ফারুক।

'তুমি কি, ওয়াসিম?' তিরস্কার করল অঞ্জন। 'এখনও যাচ্ছ না!' প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল ওয়াসিমের পিঠে।

মরফির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল ওয়াসিম।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মরফি। কোনমতে সামলে নিল। ঝাড়া মেরে পিঠ থেকে সরিয়ে দিল ওয়াসিমকে। তারপর সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

পিছিয়ে গেল ওয়াসিম।

হেসে উঠল টাকি, 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, তোতলাটা ভড়কে গেছে...'

কিন্তু ওর মুখের কথা শেষ হলো না। মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল মুসা। মরফির পেটে লাগল মাথাটা। হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল মরফির মুখ দিয়ে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ। নিগ্রোর খুলির ভয়ঙ্কর আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে। দমল না তারপরেও। হাত বাড়াল ওয়াসিমের কলার ধরার জন্য। সরে গেল ওয়াসিম। প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে তাকে ধরার জন্য ছুটে এল সে।

চট করে এক পাশ থেকে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল অঞ্জন। কারও চোখে পড়ল না সেটা। মরফিরও না। হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল সে।

www.nagorikpathagar.com

ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। দুই দলেরই সমর্থক আছে। হট্টগোল করছে সবাই। চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে।

মরফি পড়ে যেতেই হাততালি দিতে শুরু করল ওয়াসিমের পক্ষের সমর্থকরা। হাসতে লাগল। শিস দিল।

কাবু হয়ে গেছে মরফি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ টকটকে লাল।

হঠাৎ জেগে ওঠা আবেগ কেটে গেছে ওয়াসিমের। ভয়টা ফিরে এসেছে। মরফি যখন হুমকি দিল, 'দেখে নেব আমি! ছাড়ব না!'—এক পা পিছিয়ে গেল ওয়াসিম।

সামনে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। 'এখনও বাহাদুরি? বড় বড় কথা! যাও যাও, যা পারো কোরো। ওয়াসিম আকরাম কাউকে ভয় পায় না।'

জ্বলে উঠল মরফির চোখ। পারলে অঞ্জনকেই মেরে বসে। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারল না। লকার থেকে ফারুকও বেরিয়ে চলে এসেছে ততক্ষণে। তিনজনের সঙ্গে কোনমতেই পারবে না বুঝে মানে মানে কেটে পড়ল ওখান থেকে।

তার সঙ্গে চলে গেল তার সমর্থকরা।

বাকি সবাই প্রচুর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কেউ শতমুখে প্রশংসা করতে লাগল ওয়াসিমের। কেউ বা এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করল।

চারপাশে তাকিয়ে টাকিকে কোথাও দেখল না অঞ্জন। মুচকি হাসল সে। টোরির আরেকটা প্ল্যান বরবাদ হয়েছে।

*

লাঞ্চের পর আবার ক্লাস। সবাই আরেকবার হিরোর সম্মান দিতে লাগল ওয়াসিমকে। মেজাজটা তাই ওর ফুরফুরে লাগছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। যে ভাবে এগোচ্ছে, এখানে তাকে 'তোতলা ওয়াসিম' বলার সাহসই পাবে না হয়তো আর কেউ। বিশেষ করে মরফিকে পেটানোর পর।

কিন্তু ক্লাস শেষে এমন একটা ঘটনা ঘটল, আবার চুরমার হয়ে গেল তার বিশ্বাস। ফিরে এল পুরানো ভয়টা। ঘণ্টা বাজার পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে লকারের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ কানে এল টোরি আর টাকির কথা।

www.nagorikpathagar.com

নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল ওয়াসিম। কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

টাকি বলছে, 'সত্যি করবে?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল টোরি। 'মরফি হাঁদাটা যে এমন করে কেঁচে দেবে সব কে জানত!...তবে আমি কেলোটাকে তোতলা ওয়াসিম না বানিয়ে ছাড়ব না।'

একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াসিম। মনে হলো, টোরি আর টাকি তাকে দেখেছে। তাই নিজেরা কথা বলার ছলে ইচ্ছে করেই এ সব শোনাচ্ছে।

'কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, টোরি,' টাকি বলল। 'এত ভয়ানক!...নাহ্, এতটা করা ঠিক হবে না।'

'এতটাই করব! শুধু তাই না, দরকার হলে আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতেও দ্বিধা করব না আমি।'

কয়েক রাত পর। ওয়াসিমদের ডাইনিং রুমের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে আছে তিন বন্ধু। সবাই মিলে হোমওঅর্ক করছে। ওয়াসিমের বাবা-মা বাড়ি নেই। বাড়িতে একা থাকতে ভাল না লাগায় ফোন করে আনিয়ে নিয়েছে দুই বন্ধুকে। তিনজনেই গভীর মনোযোগে অঙ্কের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।

এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল। এতটাই চমকে গেল ওয়াসিম, কাগজে চাপ লেগে পেন্সিলের সীস ভেঙে গেল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, নিশ্চয় টোরির দল। আবার এসেছে তার সাহস পরীক্ষা করতে।

এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই—মনে মনে নিজেকে বোঝাল ওয়াসিম। দেখাই যাক না আগে কে এসেছে।

www.nagorikpathagar.com

উঠে দরজা খুলতে এগোল সে। পেছন পেছন চলল অঞ্জন।

দরজা খুলে দিল ওয়াসিম। ঠিকই অনুমান করেছে সে। টোরির বাহিনীই। ঘরে ঢুকল টাকি। গায়ে নীল জ্যাকেট। মাথায় উলের স্কি হ্যাট। 'বাপরে বাপ, বাইরে কি ঠাণ্ডা!'

টান দিয়ে টুপিটা খুলে নিয়ে অস্বস্তিভরে চারপাশে তাকাতে লাগল সে। 'ওয়াসিম, সত্যি ভাই, আমি দুঃখিত। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। থামাতে পারিনি?'

'তাই নাকি?' ওয়াসিমের আগেই জবাব দিল অঞ্জন, 'কিসের দুঃখ? কাকে থামাতে পারনি।'

উঠে এসে ফারুকও দাঁড়াল ওদের পেছনে। 'আরে ধূর, কিসের থামাথামি!' হাত নেড়ে বলল সে। 'বুঝতে পারছ না, নাটক করে ওয়াসিমকে ঘাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু তাতে কোনই লাভ হবে না,' বুড়ো আঙুল নাড়ল অঞ্জন। 'ঘটে সামান্যতম ঘিলু থাকলে এতদিনে বুঝে যাওয়া উচিত ছিল ওদের, ওয়াসিমকে ওরা ভয় দেখাতে পারবে না।'

'কিন্তু, দেখো, অঞ্জন,' শান্তকণ্ঠে বলল টাকি, 'ওয়াসিম তোমার বন্ধু। উত্তেজিত করে করে এ ভাবে ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা জানো না টোরি এবার কি করতে চলেছে। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। শুনল না। সে করবেই করবে। এ বাজি তাকে জিততেই হবে।'

অজানা আশঙ্কায় মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল ওয়াসিমের। সেদিন স্কুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ভাঁজ হয়ে আসতে চাইল হাঁটু। টাকি যাতে বুঝতে না পারে, সেভাবে সরে গিয়ে একটা কাউচের হেলান খামচে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে, বাদ দেয়া দরকার এ খেলা! টোরিকে বিশ্বাস নেই। বাজি জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। কি করবে কে জানে!

'আমি টোরির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলেই তোমাদের সতর্ক করে দিতে এলাম,' টাকি বলল। 'ভয়ানক কোন বিপদ যদি ঘটে যায় পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

ঢোক গিলল ওয়াসিম।

www.nagorikpathagar.com

'ভয়ানক কোন বিপদে যদি পড়ে কেউ,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল অঞ্জন, 'তো পড়বে তোমার ওস্তাদ টোরি আর বাকি চামচাগুলো। ওয়াসিমের কিছু হবে না। তোমার ওস্তাদকে গিয়ে বলে দাও, যা ইচ্ছে সে করতে পারে। তবে এবার আর টাকা মাপ করব না আমরা। দুশো ডলার যেন রেডি রাখে।'

'টাকাটা বরং তোমরাই নিয়ে যেয়ো পকেটে করে।' ওয়াসিমের দিকে তাকাল টাকি, 'ওয়াসিম, মনে রেখো বিপদটা তোমার হবে, আর কারও না।'

কটাক্ষটা যে তাকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে, বুঝতে পারল অঞ্জন। 'তুমি আসলে বেশি কথা বলো। কে বলেছে তোমাকে ভালমানুষী দেখাতে আসতে? ওয়াসিম চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে, যত বিপজ্জনকই হোক। ওসব বোলচাল না ঝেড়ে কি করতে হবে এখন তাকে, সেটা বলো।'

হতাশ ভঙ্গিতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টাকি। টুপিটা মাথায় দিল আবার। 'যাবেই?'

মাথা ঝাঁকাল অঞ্জন, 'হ্যাঁ।'

'বেশ। কোট-টোটগুলো পরে এসো আমার সঙ্গে।'

*

টাকির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল তিন বন্ধু। দরজায় তালা দিল ওয়াসিম। ওর বাবার কাছে বাড়তি চাবি আছে। দরজা খুলতে অসুবিধে হবে না।

অক্টোবরের ঠাণ্ডা রাত। তা ছাড়া শীতটা এবার তাড়াতাড়ি পড়াতে ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে বসেছে। তার ওপর রয়েছে ঝোড়ো বাতাস, লনের শুকনো ঝরা পাতায় ঘূর্ণি তুলছে। পাতাহারা শূন্য গাছগুলো বাতাসের ঝাপটায় যেন পাতার শোকেই গুঙিয়ে উঠছে বারবার, বিচিত্র শব্দে আর্তনাদ করছে।

বৃষ্টির দু'চারটা ঠাণ্ডা ফোঁটা এসে পড়ল ওয়াসিমের কপালে। গায়ের কালো পারকাটার জিপার টেনে দিল সে। মাথায় তুলে দিল হুড।

টাকির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চলে এল তিন বন্ধু। সশব্দে বড় রাস্তা ধরে চলে গেল একটা বাস। ভেতরে যাত্রী মাত্র দু'তিনজন।

বাসটা চলে গেলে নির্জন রাস্তা পেরোল ওরা। হাঁটতে থাকল।

কোথায় চলেছে জানে ওয়াসিম। আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে টোরি। বলার সময় টোরির তিলে ভরা মুখটার উজ্জ্বলতা কল্পনা করে মনে মনে দমে গেল সে।

একটা পার্কিং লটের পেছনে পাতাবাহারের বেড়ার কাছে এসে থামল ওরা। ওপাশে অন্ধকার লম্বা একটা বিল্ডিং। সামনে কাঠের সাইনবোর্ডের ওপর জ্বলছে হলুদ স্পটলাইট। লেখাগুলো পড়া যায়: দা এন্ডলেস স্লীপ!

www.nagorikpathagar.com

'অনন্ত ঘুম!' বাংলায় বিড়বিড় করল অঞ্জন।

ফিরে তাকাল ফারুক। বুঝতে পারল, বোর্ডের লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ করেছে অঞ্জন। চুপ করে রইল।

ফিউনরল পারলারটার মালিক টোরির বাবা।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল ওয়াসিমের। ভেতরে কি লাশ আছে এখন? মানুষের মৃতদেহ? নিশ্চয় আছে—নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল মনকে ওয়াসিম। ফিউনরল পারলার মানেই তো লাশ রাখা, কবর দেয়ার আগে গোসল করানো, কাপড় পরানো, সুগন্ধি মাখিয়ে কফিনে ভরার জন্য তৈরি করার জায়গা।

পারকার পকেটে যতটা যায়, হাত দুটো ঠেলে ঢোকাল সে। পাশে দাঁড়ানো অঞ্জনের দিকেও তাকাতে ইচ্ছে করছে না। টোরিকে এতখানি আগে বাড়তে দেয়ার জন্য সে-ই দায়ী। কি দরকার ছিল এ সব বাজি ধরাধরির!

'অ্যাই যে, এসে গেছে আমাদের সুপারহিরো!' কানের কাছে কথা বলে উঠল কডি, চাপড়ে দিল ওয়াসিমের পিঠ।

এত চমকে গেল ওয়াসিম, মনে হলো দশ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল নিটু আর হ্যারল্ড। কডির পাশে দাঁড়াল।

'টোরি কোথায়?' জানতে চাইল অঞ্জন।

এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস কাঁপুনি তুলল পাতাবাহারের বেড়ায়। আধো অন্ধকারে বেড়ার ওপরের অংশের কাঁপুনি দেখে মনে হলো এঁকেবেঁকে চলে গেল একটা বিরাট সাপ। বাতাসের ঝাপটায় মাথার হুড পেছনে খসে পড়ল ওয়াসিমের। সঙ্গে সঙ্গে কপালে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা।

'টোরিকে আটকে ফেলেছে,' জবাব দিল টাকি।

'আটকে ফেলেছে?' ওয়াসিম অবাক। 'কই, আগে তো বলনি?'

মাথা ঝাঁকাল টাকি, 'হ্যাঁ, আটকে ফেলেছেন, ওর বাবা। চুপি চুপি বেরোতে যাচ্ছিল টোরি, ধরা পড়ে গেছে।'

'মজাটা আর উপভোগ করতে পারল না আজকে,' হেসে বলল কডি।

মজা না ছাই! তেতো হয়ে গেছে ওয়াসিমের মন।

'চিন্তা কোরো না, ওয়াসিম,' কডি বলল। 'ত্রাহি চিৎকার করে কিভাবে ছুটে পালিয়েছ তুমি, মুখে বলেই সেটার ছবি দেখিয়ে দেব আমরা ওকে।'

'ত্রাহি চিৎকার ওয়াসিম নয়, তোমরা করবে,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল

www.nagorikpathagar.com

অঞ্জন। 'সেই সঙ্গে মাতম। চাপড়ে চাপড়ে রক্তাক্ত করে ফেলবে কপাল, এতগুলো টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শোকে।'

ফিউনরল পারলারের দিকে তাকাল আবার ওয়াসিম। সাধারণ দেখতে, অনেক লম্বা, একতলা একটা বাড়ি। অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু ওয়াসিমের কাছে ভয়ানক অস্বাভাবিক লাগল। কালো, অশুভ, ভুতুড়ে একটা বাড়ি—হরর সিনেমার বাড়িগুলোর মত।

ভেতরে সারি দিয়ে রাখা কফিনগুলো কল্পনা করল সে। ধাতব টেবিলে চিত করে ফেলে রাখা অসংখ্য লাশ।...কফিনের ডালা একের পর এক উঠে যেতে শুরু করল...দেখা দিল পচে বিকৃত হয়ে যাওয়া লাশের মাথা... সবুজ হয়ে যাওয়া লাশগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল...টলছে, গোঙাচ্ছে। এগিয়ে আসতে লাগল মাংস খসে পড়া ফোলা ফোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে। বড় বড় ময়লা নখওয়ালা আঙুলগুলো বাঁকা করে রেখেছে তাকে খামচে ধরার জন্য। বসে যাওয়া কোটরে নিষ্প্রাণ চোখগুলোর দিকে তাকানো যায় না...

থামো! আর এগিয়ো না! নিজেকে ধমকে উঠল ওয়াসিম। মনে মনে। বেপরোয়া কল্পনার রাশ টেনে থামানোর চেষ্টা করল।

ঢোক গিলল একবার। মাথা ঝাড়া দিল। হাত দিয়ে মুছল বৃষ্টি ভেজা কপাল। টাকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে হবে আমাকে, বলো!'

মুসার প্রশ্ন হাঁ করিয়ে দিল টাকি আর তার তিন দোস্তকে।

সবার আগে সামলে নিল কডি। নিষ্ঠুর, শীতল হাসি হাসল। তাতে যোগ দিল নিটু আর হ্যারল্ড।

www.nagorikpathagar.com

টাকি হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এখনও কাজটা না করতে অনুরোধ করব, ওয়াসিম।'

'কেন, তোমার হঠাৎ এত ওয়াসিমের জন্য দরদ উথলে উঠল কেন?' অঞ্জন বলল। 'ওর নাটকে কান দিয়ো না, ওয়াসিম। কথা বলে ভয় দেখিয়েই ও তোমাকে কাবু করে ফেলার চেষ্টা করছে।... শোনো টাকি, আমি বলি কি, অকারণে সময় নষ্ট না করে টাকাগুলো দিয়ে বিদেয় হও। টোরিকে গিয়ে বোলো, বাজিফাজি খতম। কত আর বলব, ওয়াসিম কোন কিছুকে ভয় করে না।'

'না দেখে কিছু বিশ্বাস করব না।' হাত তুলে বাড়িটা দেখাল টাকি। 'ওয়াসিম, পেছনের ওই জানালাটা দেখতে পাচ্ছ?'

পাতাবাহারের ওপর দিয়ে গলা লম্বা করে তাকাল ওয়াসিম। সবগুলো জানালাই অন্ধকার। কোনটাতে আলো নেই। সমস্ত বাড়িটায় আলো বলতে শুধু ওই একটাই, বোর্ডের ওপরের স্পটলাইট। এ পরিবেশে হলুদ আলোটাকেও কেমন ভুতুড়ে লাগছে।

'দেখছ না জানালাটা?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

মাথা ঝাঁকাল ওয়াসিম।

'ওটা দিয়ে ঢুকতে হবে তোমাকে।'

'ঢুকতে হবে!'

'কেন, ঘাবড়ে গেলে?'

হেসে উঠল টাকি বাদে টোরির বাকি তিন সহচর।

'আমি বলতে চাইছি, কাজটা বেআইনি হবে না?' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ওয়াসিম। 'টোরির বাবা কি জানেন?'

'আরে নাহ্! পাগল নাকি!' টাকি বলল।

কড়ি বলল, 'টোরির বাবা জানলে আমাদের সবাইকে ধরে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

যেন মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছে কড়ি। হো হো করে হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড। পিঠে চাপড় মারতে শুরু করল পরস্পরের।

'আস্তে!' সাবধান করল টাকি। 'অত জোরে হেসো না। কেউ শুনে ফেলবে।'

'ধূর, এ সব বাচালের দলের সঙ্গে কে গেম খেলতে যায়!' রেগে উঠল

www.nagorikpathagar.com

অঞ্জন। 'এই টাকি, আমাদের টাকা দিয়ে দাও, আমরা চলে যাই। বসে বসে এখানে যত খুশি প্যাঁচাল পাড়োগে তোমরা। আমি সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

'কাজটা সহজ,' ওয়াসিমের কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক স্বরে বলল টাকি। বাড়ির পেছনের জানালাটার দিকে ইঙ্গিত করল আবার। 'জানালাটা খুলবে। চৌকাঠে উঠে বসবে। লাফ দিয়ে নামবে নিচে। সামনে প্রথম যে কফিনটা পড়বে সেটার মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়বে।'

'কিন্তু...কিন্তু...' বলতে গেল ওয়াসিম। অঞ্জনের জন্য পারল না।

অঞ্জন বলল টাকিকে, 'ব্যাস, এই? শুধু এটুকুর জন্য এত ভণিতা? এ কোন কাজ হলো! নাহ্, টাকার কোন মায়াদয়া নেই তোমাদের।'

'অঞ্জন, শোনো...' আবার বলতে গেল ওয়াসিম, কফিনে ঢোকার কথা শুনেই ঘাবড়ে গেছে। 'ক-ক...'

শুনল না অঞ্জন। টাকিকে বলল, 'ভয় দেখানোর মত আর কিছুই কি মাথায় আসে না তোমাদের? না এলে হাতজোড় করে সাহায্য চাও, আমিই নাহয় বলে দেব একটা কিছু।'

অঞ্জনের কথাবার্তায় অবাক হচ্ছে ফারুক। টোরির দলকে উস্কে দিয়ে ওয়াসিমকে বার বার এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কেন অঞ্জন? কারণটা কি?

অঞ্জন বলল, 'ওয়াসিম, যাও না, চট করে সেরে চলে এসো কাজটা। আজ আর টাকা না নিয়ে ছাড়ছি না ওদের কাছ থেকে। দুই-দুইবার মাপ করলাম, আর কত। যাও, যাও।'

টাকিকে জিজ্ঞেস করল ওয়াসিম, 'আমি ঢুকলাম কিনা, কি করে জানছ তোমরা?'

'আমরা চেয়ে থাকব,' জবাব দিল টাকি। 'পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখব আমরা।'

'টোরির বাবার লোক যদি আমাদের ধরে ফেলে?'

'ধরবে না। আর কোন মানুষই থাকে না এখানে, লাশগুলো বাদে।'

'লাশকে নিশ্চয় ভয় পাও না তুমি?' ফ্যাঁকফ্যাঁক করে হাসল কডি।

হ্যাঁ, পাই!—ওয়াসিম বলল। তবে শুনিয়ে নয়, মনে মনে। লাশকে ভয় পায় না কে!

www.nagorikpathagar.com

তার কথার সমর্থনেই যেন আরেক ঝলক বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল পাতাবাহারের বেড়াকে। বাতাসের শব্দকে লাগল প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত। কেঁপে উঠল ওয়াসিম। কপালে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টি বেড়েছে। হুডটা আবার তুলে দিল সে।

'যাও, ওয়াসিম,' তাগাদা দিল অঞ্জন, 'কাজটা যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করে চলে এসো। বাড়ি যাই। এই ছাগলগুলোর চেহারা দেখতেও বিরক্ত লাগছে আমার।'

'দেখো, মুখ সামলে কথা বলো!' রেগে গেল কডি।

'কেন, মারবে নাকি? মরফির কি অবস্থা করে ছেড়েছে ওয়াসিম, বলে বলে কল্পনায় ছবি দেখায়নি তোমাদের দোস্ত টাকি?' খোঁচাটা ঠিকই দিয়ে দিল অঞ্জন। 'তোমার ওস্তাদ টোরিই তো ঘুস দিয়ে পাঠিয়েছিল ওকে, নাকি?...এসো হয়ে যাক তাহলে আরেকটা বাজি, মারামারির...'

'অঞ্জন, প্লীজ!' নতুন আর কোন চ্যালেঞ্জে যেতে চায় না ওয়াসিম।

থেমে গেল অঞ্জন।

বাড়িটার দিকে তাকাল ওয়াসিম। পারবে কি? লাশ ভর্তি ঘরে ঢুকে কফিনের মধ্যে শু'তে পারবে?

বেড়ার কাছ থেকে বাড়িটা মাইলখানেক দূরে মনে হলো তার। যে হারে পা কাঁপছে হেঁটে জানালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো।

সত্যি কথাটা বলে ফেল, ওয়াসিম!—ভাবল সে। জানিয়ে দাও ওদের, এ কাজ তুমি পারবে না। বলে দাও, এত সাহস তোমার নেই। ল্যাঠা চুকে যাক। কিন্তু এর পরে যে কি হবে ভাবতেই দমে গেল সে। এতগুলো টাকা গচ্চা যাবে। তার ওপর রয়েছে 'তোতলা ওয়াসিম' খেতাব নিয়ে টিকে থাকা।

না, ওয়াসিম, কোন উপায় নেই আর তোমার। ভাল ফাঁদে জড়িয়েছ তুমি। সব রাগ গিয়ে পড়ল অঞ্জনের ওপর। অঞ্জনই তাকে এ রকম করে ফাঁসিয়েছে! টোরির দলের সঙ্গে অতটা বাড়াবাড়ির কি কোন প্রয়োজন ছিল?

'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। কপালের ওপর থেকে হুডটা সরিয়ে দিল। বাতাসের অনুকূলে মাথা নিচু করে রেখে, গাছের বেড়া ফাঁক করে ঠেলে বেরিয়ে এল অন্যপাশে। পার্কিং লটে ঢুকল।

www.nagorikpathagar.com

আধাআধি গিয়েছে, এই সময় হঠাৎ জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। সরাসরি তার গায়ে এসে পড়ল।

বরফের মত জমে গেল ওয়াসিম।

দুই হাত চোখের ওপর এনে রাস্তার দিকে তাকাল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে একটা ভ্যান ঢুকছে। ওটার হেডলাইটের আলো।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে ওয়াসিমের। চকিতে পিছিয়ে গেল। তারপর ঘুরে দিল দৌড়। প্রায় ডাইভ দিয়ে এসে পড়ল পাতাবাহারের বেড়ার ওপর।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

'আমি কি করে জানব?' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল ওয়াসিম।

বাতাসে কম্পমান বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল সবাই। ভ্যান থেকে নামতে দেখল দুজন লোককে। কপালের ওপর টেনে দিয়েছে হ্যাট। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

পেছনের দরজা খুলল একজন। লম্বা কালো একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ টেনে নামাল।

লাশের ব্যাগ।

নীরবে তাকিয়ে রইল ছেলেরা। ভারী ব্যাগটা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল লোক দুজনে।

'একটু আগে মারা গেছে নিশ্চয়,' বিড়বিড় করল টাকি। 'রাতেও আসা বন্ধ নেই।' কেঁপে উঠল সে।

'তুমি না বললে কেউ আসবে না?' ফিসফিস করে বলল ওয়াসিম।

www.nagorikpathagar.com

'আসার তো কথা ছিল না। তবে ওরা বাইরের লোক। তুমি ভেতরে থাকতে থাকতে আবার যদি কেউ আসে, লুকিয়ে পোড়ো। লুকানোর জন্য অনেক কফিন আছে।' নিচু স্বরে হাসল সে। 'তোমার তো বেজায় সাহস। পারবে না?'

নিটু আর হ্যারল্ড নীরবে হাসল।

দম আটকে রাখতে রাখতে ফুসফুস ব্যথা শুরু হয়ে গেল ওয়াসিমের। মনে হলো ফেটে যাবে। ফোঁস করে ছেড়ে দিল বাতাস।

'ধরা পড়ার বেশি ভয় যদি করো,' কডি বলল, 'এখনও সময় আছে, হার স্বীকার করে নাও। কষ্ট করার আর দরকারই নেই তোমার। কি বলো?'

'হার স্বীকারের কথা আসছে কেন?' এতক্ষণে কথা বলল অঞ্জন। 'লোকগুলো গেলেই গিয়ে ঢুকবে ও। ঢুকতেই তো যাচ্ছিল।'

পারকার পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল ওয়াসিম। হুডের নিচে মুখ লুকানোর চেষ্টা করল। আতঙ্কিত চেহারাটা কাউকে দেখাতে চায় না।

ফিউনরল পারলারের পাশের একটা জানালায় আলো জ্বলল। সবুজ পর্দা টানা জানালায় ভুতুড়ে লাগল আলোটা।

মিনিট দুয়েক পর আবার নিভে গেল। বেরিয়ে এল লোকগুলো। ভ্যানের কাছে এসে পেছনের দরজাটা লাগাল দড়াম করে। সামনে গিয়ে উঠে বসল।

চলে গেল গাড়িটা।

ফিরে তাকাল ওয়াসিম। সবগুলো চোখের দৃষ্টি তার দিকে।

'আমি যাচ্ছি,' নিচু স্বরে বলল সে।

দ্বিতীয়বার বেড়া ফাঁক করে ঠেলে বেরোল পার্কিং লটে। এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

পেছন পেছন চলল বাকি সবাই। ভেজা, পাকা চত্বরে ওদের জুতোর শব্দ হতে লাগল।

বাড়িটার পেছনে পাতাশূন্য গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে যেন হাত নেড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ওদের।

বাড়ির পেছনে এক চিলতে ঘাসে ঢাকা জমি আছে। পাকা চত্বর থেকে সরে ওখানে পা দিতেই ফচ্ করে ভেজা মাটিতে ডেবে গেল ওয়াসিমের জুতো। তারপর যতবার পা ফেলল ফচ্ ফচ্ করতেই থাকল।

www.nagorikpathagar.com

পেছনের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের কাছে শিরাটা। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখতে পেল না। ভেতরে অতিরিক্ত অন্ধকার। কোন রকম আলো নেই। থাকলেও পর্দার জন্য ভেতরের জিনিস দেখা যেত না।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? জানালা খোলো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টাকি। কণ্ঠস্বরে মনে হলো ভয় পাচ্ছে।

কাঁচের গায়ে পুটুর পুটুর আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। দুই হাত বাড়িয়ে কাঠের ফ্রেম চেপে ধরে ঠেলা দিল ওয়াসিম। সহজেই ওপর দিকে উঠে গেল পাল্লাটা। দমকা বাতাসে দুলে উঠল জানালার দুদিকের পর্দা। জীবন্ত মনে হচ্ছে ও দুটোকে।

জানালার চৌকাঠের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল ওয়াসিম। এইমাত্র যে লাশটা আনা হলো, কোথায় রেখে গেল ওটা? কিছুই চোখে পড়ছে না।

তীব্র একটা দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে।

'উঁহ্, কি গন্ধ!' নাক কুঁচকে ফেলল ওয়াসিম।

'লাশের গন্ধ,' একপাশ থেকে বলল কডি। 'পচা, ফুলে ওঠা লাশ।'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' অঞ্জন বলল, 'ওটা ফরমালডিহাইডের গন্ধ। লাশের গায়ে মাখানো হয়।'

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল ওয়াসিমের। গন্ধটা সহ্য করতে পারছে না।

'হার স্বীকার করবে?' ওয়াসিমের কাঁধে আবার আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত রাখল টাকি। 'দেখো, টাকা-পয়সা হাতের ময়লা। প্রাণই যদি না বাঁচল টাকা দিয়ে কি করবে? বলো, ভয় পেয়েছ। "পেয়েছি" শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেই ছেড়ে দেব।'

'না!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল অঞ্জন। 'ওয়াসিম আকরাম ভয় পায় না! ভয় শব্দটা ওর অভিধানেই নেই। বিশ্বাস না হয় ফারুককে জিজ্ঞেস করে দেখো। কি বলো, ফারুক?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফারুক।

'ওয়াসিম, উঠতে পারবে? ঠেলা দেব?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

www.nagorikpathagar.com

'না, লাগবে না,' দুই হাতে চৌকাঠ চেপে ধরল ওয়াসিম। দেয়ালে পা বাধিয়ে বেয়ে উঠে গেল ওপরে। অন্যপাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে চৌকাঠে বসল।

পর্দার কোনাগুলো বাতাসে উড়ে এসে পেঁচিয়ে ধরতে গেল যেন ওয়াসিমের গলা।

'প্রথম কফিনটা,' মনে করিয়ে দিল টাকি, 'অন্য কোন কফিনে ঢুকলে কিন্তু হবে না। যাও, নামো। ডালা খুলে ঢুকে পড়ো।'

'আমরা কিন্তু তাকিয়ে রইলাম,' কডি বলল।

'ইস্, আমার ক্যামেরাটা কেন যে আনলাম না,' আফসোস করতে লাগল হ্যারল্ড। 'আতঙ্কে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে ওয়াসিম আকরাম—এমন একটা দৃশ্যের ছবি তোলার সুযোগ আর জীবনে পাব না।'

'থামো!' কঠিন স্বরে ধমকে উঠল অঞ্জন। 'একদম চুপ! ফাজলেমি মার্কা আর একটা কথা বললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

ওদেরকে ঝগড়ার সুযোগ দিল না ওয়াসিম। লাফিয়ে নামল ভেতরে। ধীরে ধীরে সোজা করল শরীরটা।

বাতাসে পর্দা দোলাচ্ছে। একটা পর্দার নিচের অংশ আলতো বাড়ি মারছে তার পিঠে। আরেকটা পর্দার কোনা এসে আবার পেঁচিয়ে ধরতে গেল গলা।

টান দিয়ে গলা থেকে পর্দাটা সরিয়ে সামনে তাকাল সে। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল।

www.nagorikpathagar.com

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আলো জ্বালব? কিছু তো দেখছি না।'

'না, আলো জ্বালানো চলবে না,' টাকি বলল। 'ঠিক আছে, কফিনটা কোনখানে দেখানোর ব্যবস্থা করছি।' একটা টর্চ বের করে জানালার ফ্রেমের ওপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জ্বালল সে। ম্লান একটা গোল আলো গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

কয়েক পা এগিয়ে গেল ওয়াসিম। আলোটা স্থির হয়ে আছে এক জায়গায়।

পেছনে আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠল। কডি জ্বেলেছে। আলো দুটো খুদে স্পটলাইটের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল মেঝেতে।

সেই আলোর আভায় যতটা সম্ভব ঘরটা দেখে নিতে লাগল ওয়াসিম। ছাত একেবারেই নিচুতে। ওর মাথার ফুট দুই ওপরে। পাশাপাশি রাখা দুটো ধাতব টেবিল দেখতে পেল। একটা খালি। আরেকটার ওপর লম্বা কোন জিনিস প্ল্যাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। তলায় কি আছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

একদিকে একটা ডেস্কের ওপর রাখা কাগজ ফড়ফড় করছে বাতাসে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা একসারি ফাইলিং কেবিনেট। নানা রকম কয়েল আর টিউব। হাসপাতালের ঘরের মত। ওগুলোর পাশে নিচু টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা কালো রং করা কফিনের সারি। টর্চের আলোর আভায় চকচক করছে।

'খাইছে!' ঝুলে পড়ল ওয়াসিমের নিচের চোয়াল।

'ভয় পাচ্ছো, কালটু মিয়া?' কডি জিজ্ঞেস করল। হাতের আলোটা ঝটকা দিয়ে উঠে এল ওয়াসিমের মুখের ওপর।

'আলো নামাও, গাধা কোথাকার! দেখব কি করে?' ধমকে উঠল ওয়াসিম।

'কফিনগুলো তো দেখলে,' টাকি বলল। 'ওই যে, প্রথম কফিনটা। যাও।' টর্চের আলো ফেলে কোন্ কফিনটাতে ঢুকতে হবে দেখিয়ে দিল সে।

'ভয় পাচ্ছে!' নিটু বলল। 'এই, জানালার কাছ থেকে সরে যাও তোমরা। তোতলা ওয়াসিমকে পালানোর পথ করে দাও।'

www.nagorikpathagar.com

'ও পালাবে না, পালাবে না, পালাবে না!' চিৎকার করে উঠল অঞ্জন। 'কতবার বলব? তোমাদের মত মুরগীর কলজে নাকি ওর? ... যাও, ওয়াসিম, এগোও। শুয়ে পড়োগে কফিনটার মধ্যে। টাকা আয়ের খুব সহজ রাস্তা।'

সহজ, তবে তোমার জন্য—মনে মনে বলল ওয়াসিম। ঈশপের গল্পের একটা উপমা মনে পড়ল: তোমাদের জন্য খেলা বটে, আমার জন্য মরণ! কফিনগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবল, সত্যি কি পারবে ঢুকতে? কেমন লাগবে? ভেতরের গন্ধটা কেমন?'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে। জানালার দিকে ফিরল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কফিনে শুয়ে কি ডালা নামিয়ে দিতে হবে?'

'ঢোকো,' অধৈর্য কণ্ঠে টাকি বলল, 'শুধু ঢুকলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে, তোতলা ওয়াসিম! বাকিটা যার করার সে-ই করবে,' রহস্যময় শোনাল তার কথা। 'জলদি করো। বাইরে যা ঠাণ্ডা।...পারবে? না পারলে চলে এসো।'

'পারবে না মানে?' জোরগলায় বলল অঞ্জন। 'অবশ্যই পারবে। এ কোন ব্যাপার হলো!'

ধীর পায়ে কফিনগুলোর দিকে এগিয়ে চলল ওয়াসিম। টর্চের আলো দুটো স্থির হয়ে আছে পেছনের সবুজ দেয়ালে। কফিনের ডালা নামানো।

'যাও, ওয়াসিম, যাও! ঢুকে পড়ো! ও কোন ব্যাপারই না তোমার জন্য!' জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়াসিমকে অভয় দিল অঞ্জন। তাতে আরও পিত্তি জ্বলে গেল ওয়াসিমের। অন্যকে পরামর্শ দেয়া সোজা!

'ও এত দেরি করছে কেন?' অস্থির হয়ে উঠেছে কডি। ওয়াসিমের দুর্গতি দেখার জন্য তর সইছে না যেন আর।

কফিনের ডালার ওপর হাত নামাল ওয়াসিম। কাঠের অনুভূতিটা মসৃণ, শীতল। এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ডালা তোলো, ওয়াসিম—নিজেকে বোঝাল সে। তারপর ঢুকে পড়ো ভেতরে। কি আর হবে? খাট আর চৌকির মত কফিনও কাঠেরই তৈরি। সাধারণ বাক্সের মত। নিচে গদি আছে। বাক্সের ভেতরে শু'লে বিছানার মতই লাগবে।

সবুজ দেয়ালে নড়ে উঠল দুটো আলোর একটা। আবার স্থির হলো।

www.nagorikpathagar.com

ডালার কিনার চেপে ধরে ভারী দম নিল ওয়াসিম। টেনে উঁচু করে ঠেলে দিল ওপর দিকে। পুরোটা খুলে ফেলল। তারপর তাকাল ভেতরে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল গলার গভীর থেকে।

কাচের চোখের মত নিষ্প্রাণ দুটো চোখ। কালচে ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে রক্ত পানি করা অস্বাভাবিক হাসি। নিচের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে ওপরের পাটির একটা মাত্র দাঁত। ওই একটাই। মুখে আর কোন দাঁতই নেই। কপালে আর গালে গভীর কাটা দাগ। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।

চিত হয়ে আছে লাশটা। স্তব্ধ। নিথর।

চিৎকারটা বেরোয়নি ওয়াসিমের মুখ থেকে। নিজে নিজেই বন্ধ করেছে না অতিরিক্ত ভয়ে আটকে গেছে, বলতে পারবে না।

জানালার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল অঞ্জন, 'ওয়াসিম, কি হয়েছে?'

'এ-একটা...লা-লা-লাশ,' কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াসিম। কফিনের দিকে আঙুল তুলল।

'বললাম না ও ভয় পাবে,' হ্যারল্ডের কণ্ঠ কানে এল তার। 'চেঁচিয়ে গলা ফাটাবে।'

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিকৃত হাসি হাসতে লাগল তার বন্ধুরা।

কডি বলল, 'আমি শিওর, এইমাত্র যে লাশটা আনল, ওটাই রেখে গেছে ওই কফিনে।'

আবার হেসে উঠল ওরা।

www.nagorikpathagar.com

'অত হাসির কি হলো?' ধমকে উঠল ওয়াসিম। 'এখানে একটা মানুষের লাশ রয়েছে। মৃতদেহ। এতে হাসির কি দেখলে? দেখি আলোটা নামাও নিচের দিকে।'

পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে তার। গলাটা এমন শক্ত হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় চাপা শিসের মত শব্দ বেরোচ্ছে।

টর্চের আলো নিচে নামল। কিন্তু কফিনের গায়ে পড়ছে আলো, ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কোনমতেই চেহারাটা স্পষ্ট হচ্ছে না।

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

'ও পারবে না,' ঘোষণা করে দিল হ্যারল্ড।

'তারমানে আমরা জিতে গেলাম,' বলল কডি। 'দুশো ডলার!'

'গায়ের জোরের জেতা নাকি? কাজই শেষ হলো না এখনও,' কর্কশ শোনাল অঞ্জনের কণ্ঠ। মাথাটা ঠেলে দিল জানালার ভেতরে। 'ওয়াসিম, ঢুকে পড়ো। শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর। ও কিছু না। পারবে তুমি।...ও, দেখতে পাচ্ছো না?...এই, আলোগুলো ঠিকমত ফেলো তোমরা। না দেখলে কোথায় ঢুকবে?'

'লাশের ওপর শোবো?'

'কি হবে? এক বিছানায় শোয় না দুজন মানুষ? তফাৎ শুধু বিছানার জায়গায় বাক্স, আর গরমের জায়গায় ঠাণ্ডা লাগবে স্পর্শটা। তোমার যে একবিন্দু ভয় লাগছে না, বুঝতে পারছি আমি।'

ভয় না—মনে মনে বলল ওয়াসিম, লাগছে আতঙ্ক!

'যাও, ওঠো!' অঞ্জন বলল।

কফিনটার দিকে ঘুরল ওয়াসিম। জানালার বাইরে চুপ হয়ে গেল সবাই। অস্পষ্ট আলোতে আরেকবার লাশটার দিকে তাকাল সে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে চেপে ধরল কফিনের কিনার।

ফরমালডিহাইডের তীব্র গন্ধ যেন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। অসুস্থ বোধ করছে ওয়াসিম। বমি ঠেলে আসতে লাগল।

কফিনের ওপর ঝুঁকল সে। পারবে তো?

নাহ্, পারবে না!

কফিনের কিনার ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে গেল।

কানে এল গোঙানির শব্দ।

www.nagorikpathagar.com

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার।

অস্পষ্ট আলোতে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল।

পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে উঠে এল হাতটা। লাশের হাত। খামচে ধরল তার পারকা।

চিৎকার করার জন্য আবার মুখ খুলল সে। এবারেও কোন শব্দ বেরোল না।

হাতের মুঠিটা শক্ত হলো।

থাবা মারল অন্য হাতটা।

হ্যাঁচকা টানে ওয়াসিমকে কফিনের মধ্যে উপুড় করে ফেলল।

'না!' বলে চিৎকার দিয়ে টানাটানি করে সরে আসতে চাইল ওয়াসিম।

উঠে বসল লাশটা। পারকা ছাড়ল না। টানছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাছে।

কাঁচের মত চোখজোড়া তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।

গাল আর কপালের কাটা দাগটা অনেক গভীর আর স্পষ্ট লাগছে এখন।

'ছাড়ো, ছাড়ো!' বলে লাশের কব্জি চেপে ধরল ওয়াসিম। ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

ঝাড়া দিয়ে একটা হাত ছাড়িয়ে নিল লাশটা। গলা পেঁচিয়ে ধরল ওয়াসিমের। কায়দা মত ধরতে পেরেছে এবার। টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল কফিনের মধ্যে।

মুখটা লাশের বুকে চেপে বসতে দেরি নেই। গায়ের জোরে এক ঝাড়া মারল ওয়াসিম। একই সঙ্গে মুক্ত হাতটা দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল বুকে।

ছুটে গেল লাশের হাত। হঠাৎ ছুটে যাওয়ায় তাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল ওয়াসিম।

ভারী একটা দেহ লাফ দিয়ে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। 'হুঁক' করে বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা, 'খাইছে!' পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'সরো, সরো ওপর থেকে, শয়তান কোথাকার!'

কিন্তু সরল না জ্যান্ত হয়ে ওঠা লাশ। ওটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল

www.nagorikpathagar.com

ওয়াসিম। গড়িয়ে সরে আসতে চাইল নিচ থেকে। দুই হাত বুকে ঠেকিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল।

কিন্তু লাশের গায়ে শক্তি কম না। দুই হাতে ওয়াসিমের বাহু খামচে ধরে পেটের ওপর বসে রইল ওটা।

চলল ধস্তাধস্তি। টানাটানি। গোঙানো। বুকের পাঁজর ব্যথা করছে ওয়াসিমের। মাথা ঘুরছে। ভূতের সঙ্গে লড়াই করে আর কতক্ষণ টিকবে, বুঝতে পারছে না।

আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে গেল তার ডান হাতটা। দুর্বল জায়গা মনে করে লাশের চুল চেপে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান।

একটানে খুলে নিয়ে এল মাথাটা!

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোকা হয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ওয়াসিম। ওটা যে মাথা নয় বুঝতে সময় লাগল। কাটা দাগগুলো কুঁচকে গেছে। বেরিয়ে থাকা একমাত্র দাঁতটা সহ ধসে পড়েছে ঠোঁট দুটো।

একটা মুখোশ। রবারের মুখোশ।

বড় করে ঢোক গিলে লাশের মুখের দিকে তাকাল সে। টোরি ডেনিম!

টোরি? কফিনের মধ্যে ঢুকে শুয়েছিল? আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল তার। যখন দেখেছে, দলের সঙ্গে টোরি নেই। তারপর ও ঢোকার জন্য এগিয়ে যেতেই ভেতরে ঢুকল ভ্যানটা, যেন আর সময় পেল না। ভ্যানের লোকগুলোকে ঠিক করে রেখেছিল টোরি, সময় মত লাশ ভরার ব্যাগে করে টোরিকে এনে কফিনে রেখে গেছে ওরা। সে-জন্যই বার বার বলে দিয়েছিল

www.nagorikpathagar.com

টাকি, সামনে যে প্রথম কফিনটা পড়বে, সেটাতে ঢুকতে। তারপরেও আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়েছে।

ইস্, আমি একটা গাধা! মনে মনে নিজেকে গাল দিল ওয়াসিম। মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। ছুঁড়ে ফেলল হাতের মুখোশটা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। মুখ ফাঁক। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। দম নিতে ব্যস্ত।

ওয়াসিম ভাবছে, এখুনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবে টোরি। হাসতে হাসতে নিজের বিজয় ঘোষণা করবে। কারণ, ওয়াসিম ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে। সবাই শুনেছে সেটা।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে লাগল টোরি। 'কি করে বুঝলে তুমি, ওর মধ্যে আমি আছি?'

জ্বলে উঠল ছাতে লাগানো আলো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করতে করতে ফিরে তাকাল ওয়াসিম। দেখল, জানালা গলে ঘরে ঢুকেছে টাকি। বাকি সবাইও ঢুকছে।

এগিয়ে এসে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা মুখোশটা তুলে নিল টাকি। হাতে পেঁচাতে শুরু করল নরম রবারে তৈরি জিনিসটা।

ফারুক আর অঞ্জন এসে দুদিক থেকে ধরে ওয়াসিমকে টেনে দাঁড় করাল।

বিমূঢ়তা কাটেনি টোরির। ওয়াসিমের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, 'আমি, সেটা কি করে জানলে?'

জবাব দিল না ওয়াসিম। সে নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। টোরি রয়েছে, কল্পনাই করেনি। সত্যিকারের লাশ ভেবেছে।

ঘটনাটা যে কাকতালীয়ভাবে ওয়াসিমের পক্ষে চলে এসেছে, অঞ্জনও অনুমান করে নিয়েছে সেটা। ওয়াসিম সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয়ার আগেই সুযোগটা কাজে লাগাল, 'ওয়াসিমকে বোকা বানানো তোমার কর্ম নয়, টোরি, সে তো আগেই বলেছি। নইলে কি আর এত টাকা বাজি ধরতাম।'

'আমার মাথায়ই ঢুকছে না,' মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে, দুই হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে তাতে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করে রেখেছে টোরি। 'আমি

www.nagorikpathagar.com

ভেবেছি, দেখামাত্র লেজ তুলে দৌড় দেবে তুমি। কিংবা বাবাগো-মাগো চিৎকার দিয়ে ভিরমি খেয়ে পড়বে।'

খলখল করে হেসে উঠল অঞ্জন। 'তাহলেই বোঝো, টোরি, তোমার ক্ষমতা।' হাত বাড়াল, 'আজ আর মাপ করছি না। টাকাটা দিয়ে দাও। তোমরা হেরেছ।'

কিন্তু কথা যেন কানেই ঢুকছে না টোরির। শক্ পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড় করেই চলল, 'তুমি টেনে আমার মুখোশ খুলে নিলে! জানো বলেই নিয়েছ। কি করে জানলে? কি করে?'

ওয়াসিমের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল অঞ্জন। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাল—বোলো না, খবরদার!

চুপ করে রইল ওয়াসিম। সে যে ভয় পেয়েছে, আতঙ্কে আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল—জানতে পারলেই আবার পেয়ে বসবে টোরির দল।

'টোরি না হলে এ রকম ছাগুলে বুদ্ধি কেউ করে?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অঞ্জন। 'ছ্যাহ্! মুখোশ পরে মরা লাশ সাজে। ওয়াসিম আকরাম তো বিরাট ব্যাপার, একটা দুধের বাচ্চাও ধরে ফেলতে পারত এটা। আসল লাশকেই যে ভয় করে না, সে তোমাকে ভয় পাবে ভাবলে কি করে?'

এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরল টোরির। উঠে দাঁড়াল। 'তাই নাকি?'

'লজ্জা থাকলে আবার তাই নাকি বলছ। তুমি তো জ্যান্ত মানুষ, সত্যিকারের মরা লাশ থাকলেও কফিনে ঢুকতে পারবে ওয়াসিম,' ঘোষণা করে দিল অঞ্জন। 'সামান্যতম বুক কাঁপবে না ওর। একবার মর্গে ঢুকে আমি আর ফারুক ভয়ে দিলাম দৌড়, হাসতে হাসতে গিয়ে লাশের গালে গাল ঘষতে লাগল সে।'

'অঞ্জন, দোহাই তোমার! চুপ করো!' আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল ওয়াসিম। মুঠো শক্ত হয়ে গেছে তার। 'এই জঘন্য খেলা...'

'দেখলে, কি বিনয়? প্রশংসা পর্যন্ত সইতে পারছে না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল টোরির। ওয়াসিমের কাঁধ থেকে টোকা দিয়ে লাশ বাঁধা দড়ির একটা টুকরো ফেলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আসল লাশকেও তাহলে ভয় পাও না?'

'ইয়ে...' বলতে গেল ওয়াসিম।

'না, পায় না,' ওয়াসিমকে কথা বলতে দিল না অঞ্জন।

www.nagorikpathagar.com

ওর দিকে ঘুরল টোরি। 'বেশ। একটা শেষ বাজি। ওয়াসিমের সর্বশেষ পরীক্ষা...'

'তুমি ওর পরীক্ষা নেয়ার কে?' রেগে উঠল ফারুক।

'বেশ, পরীক্ষা নয়,' হাসল টোরি, 'ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।'

'চ্যালেঞ্জ,' শব্দটা এমন ভঙ্গিতে বলল টোরি, ভয় পেয়ে গেল ওয়াসিম।

'পাঁচশো ডলার বাজি,' অঞ্জনকে বলে ওয়াসিমের দিকে তাকাল টোরি। 'সহসাই আবার দেখা হবে আমাদের, তোতলা ওয়াসিম। খুব শীঘ্রি। এখানে। এই ঘরে।'

হাত বাড়াল অঞ্জন, 'টাকাটা! মাপ চাইলে অবশ্য মাপ করে দিতে পারি।'

দ্বিধা করল টোরি। তারপর পকেটে হাত ঢোকাল। বের করে আনল শূন্য হাতটা। 'আনতে ভুলে গেছি। একবারেই নিও।'

পরের রাতে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে ওয়াসিম। এর একটা বিহিত করতেই হবে। বন্ধ করতে হবে এই যন্ত্রণা। এ ভাবে সারাক্ষণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকার চেয়ে 'তোতলা ওয়াসিম' হওয়া বরং অনেক ভাল।

অঞ্জনকে ফোন করল সে। তৃতীয়বার রিঙ হতে তুলে নিল অঞ্জন, 'হ্যালো, অঞ্জন চৌধুরি বলছি।'

'আমি। ওয়াসিম।'

'ও, ওয়াসিম। কি খবর? থার্ড চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো মিলছে না তো?'

'জাহান্নামে যাক অঙ্ক! অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। এত মানসিক চাপ নিয়ে হোমওঅর্ক করা যায় না।'

www.nagorikpathagar.com

'মানসিক চাপ?' অবাক হলো অঞ্জন। 'কিসের?'

'কিসের, জানো না?'

'না।'

'টোরির ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।'

'অ,' হাসল অঞ্জন, 'ওটা কোন চাপ হলো নাকি? যাব আবার। লাশের কফিনে শুয়ে দেখিয়ে দেবে তুমি। ব্যস, হয়ে গেল। পাঁচশোটা কড়কড়ে ডলারও এসে যাবে, তুমিও হিরো হয়ে যাবে স্কুলে। কেউ আর তোমাকে তোতলা ওয়াসিম বলে খেপাবে না।'

'খেপালে খেপাক! মড়ার সঙ্গে শুতে পারব না আমি। মর্গের মিথ্যে কথাটা কেন বললে ওদের?'

'ওয়াসিম, এখন এ সব সাধারণ কথা নিয়ে আলোচনার সময় নেই। অঙ্কগুলো শেষ করতে হবে। রাখি? পরে দেখা হবে।'

ফোন রেখে দিল অঞ্জন।

রাগে জ্বলতে লাগল ওয়াসিম। ফারুককে ফোন করল।

সব কথা শুনে ফারুক বলল, 'অঞ্জনের কাজ-কারবার আমারও কেমন অবাক লাগছে। কিন্তু বিনা কারণে তো কিছু করে না ও। ওর মনে কি আছে ও-ই জানে।'

'টোরির এই শয়তানিটা বন্ধ করা দরকার।'

'হ্যাঁ, দরকার।'

'তাহলে কিছু একটা করো। সাহায্য করো আমাকে। আমি ভাবলাম, রক সিটিতে এসে কত না আরামে থাকব। কিন্তু এ যে ইয়েলোভিলের চেয়েও খারাপ অবস্থা।'

'অস্থির হয়ো না, ওয়াসিম। টোরির দল তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

ফারুকের কথায় খানিকটা সান্ত্বনা পেল ওয়াসিম।

ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল আবার। ভাবল ফারুক করেছে। কিন্তু কানে ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল একটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, তোতলা ওয়াসিম? কার সঙ্গে এত বকর-বকর করছিলে? তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে?'

www.nagorikpathagar.com

'টা-টা-ট্টাকি!'

'হ্যাঁ, টা-টা-ট্টাকি! শোনো, টোরি বলেছে, ফাইন্যাল বাজিটা হবে কাল রাতে। ফিউনরল পারলারেই। কাল রাত, মনে রেখো। ভুললে, বাজি হারবে।'

*

পরদিন। পাশাপাশি হাঁটছে অঞ্জন আর ওয়াসিম। পরিষ্কার রাত। সেদিনের মত বৃষ্টি নেই। তবে কনকনে ঠাণ্ডা। একফালি ফ্যাকাশে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়ি-ঘরের ছাতের ওপর নীলচে-ধূসর আকাশে। গাছগুলো আজ শান্ত, নিথর।

টোরিদের বাড়ির বাইরে তাকে আর তার বন্ধুদেরকে পাওয়া গেল। অঞ্জনদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। অঞ্জনরা আসতে সবাই মিলে দল বেঁধে চলল ফিউনরল পারলারে।

নিটু আর হ্যারল্ড একটা টেনিস বল লোফালুফি করতে করতে চলেছে। ধরতে গিয়ে বার বার মিস করছে নিটু। অন্ধকার লন থেকে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে আনছে বলটা।

টোরি, টাকি, কডি তিনজনেই গম্ভীর। আজ রাতে ওরা ফালতু কিছু করতে চায় না।

'আগের দিনের দুশো, আজকের পাঁচশো—মোট সাতশো ডলার, এনেছ?' জানতে চাইল অঞ্জন।

টোরি বলল, 'জেতো আগে, তারপর দেখা যাবে।'

'তারমানে টাকাটা তোমার মেরে দেয়ার ইচ্ছে?'

'মোটেও না। তুমি টাকা এনেছ কিনা, তাই বলো।'

'টাকার প্রয়োজন হবে না আমাদের,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল অঞ্জন। 'কারণ বাজিটা হারছি না আমরা।' ওয়াসিমের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'ওয়াসিম, ফারুক আর আমার একটা সমস্যাই হবে।'

'কি?'

'এতগুলো টাকা কি করে খরচ করব।'

'অ, তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করলাম না, আশ্চর্য! ফারুক কোথায়?'

'শরীর খারাপ। জ্বর। সেদিন রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। শুয়ে আছে কম্বলের তলায়।'

www.nagorikpathagar.com

'আহ্হা, মিস করল। দেখতে পারল না। আজকের দেখাটাই সবচেয়ে জরুরী ছিল।'

'দেখো,' অঞ্জন বলল, 'তোমাকে আগেভাগে বলে দিচ্ছি, কোন রকম ফালতু নাটক করতে যাবে না। দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে গেছি। সত্যিকারের ভয় দেখানোর মত কিছু করতে পারলে করো, নইলে চলো, চলে যাই। ফিরে গেলে সব টাকা এবারেও মাপ করে দিতে রাজি আছি আমি।'

'তারমানে ঘাবড়ে গেছ!' খিকখিক করে হাসল টোরি। 'মানে মানে কেটে পড়তে চাইছ। তা হবে না। কালটুটাকে তোতলা ওয়াসিম বানিয়েই ছাড়ব আমি।...আজকে আর নকল কিছু নয়। একটা আসল লাশ আছে।'

হাঁটার সময় হঠাৎ ফুটপাতের কিনার থেকে ওয়াসিমকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় নামিয়ে দিল কডি। 'কি, কালটু, লাশের কথা শুনে পানি আছে কলজেতে? সত্যি কথাটা স্বীকার করে ফেলো না ছাই।'

এমন জোরে এক ধাক্কা মারল অঞ্জন, ফুটপাত থেকে রাস্তায় পড়ে একেবারে চিত হয়ে গেল কডি। 'এবার হাত দিয়ে দেখো তো তোমার কলজেতে পানি আছে নাকি?'

উঠে দাঁড়াল কডি। ঘুসি পাকিয়ে ছুটে আসতে গেল অঞ্জনের দিকে। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে ওয়াসিম। রুখে দাঁড়াল কডিকে।

ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ধমক দিয়ে কডিকে থামাল টোরি।

নীরবে পথ চলল এরপর সবাই। আর কোন অঘটন ঘটাল না।

পাতাবাহারের বেড়ার ধারে পার্কিং লটের পেছনে আগের দিনের জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। অন্ধকারের মধ্যে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ফিউনরল পারলারটা। আজ রাতে বৃষ্টি নেই। বাতাসও নেই। সব কেমন থমথমে। এক ধরনের ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর মত নিথর।

টোরির পিছু পিছু পেছনের জানালাটার দিকে এগিয়ে চলল সবাই। পার্কিং লটের পাকা চত্বরে জুতো ঘষার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বিল্ডিঙের পেছনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে এসে ঢুকল ওরা। বন্ধ জানালাটা খুলল টোরি। ওয়াসিমকে ইঙ্গিত করল আগে ভেতরে ঢোকার জন্য।

দ্বিধা করতে লাগল ওয়াসিম। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি সত্যি লাশ আছে?'

www.nagorikpathagar.com

মাথা ঝাঁকাল টোরি। 'আছে। সত্যিকারের মড়া। আজ সকালে রেখে গেছে। সেজন্যই তো আজকে আসতে বললাম।'

'মড়াটা এখনও তাজা,' রসিকতার ঢঙে বলল হ্যারল্ড।

কেউ তার কথায় হাসল না।

ভ্যান থেকে কালো ব্যাগে ভরে সেদিনকার লাশ নামানোর দৃশ্যটা মনে পড়ল ওয়াসিমের। সেদিন অবশ্য ভেতরে টোরি ছিল। কিন্তু দৃশ্যটা ভয়ানক। গায়ে কাঁটা দিল তার।

টোরি বলল, 'যাও, তোতলা ওয়াসিম। আজ দেখব তোমার সাহস কেমন। জলদি করো। কে, কখন লাশ রাখতে চলে আসবে ঠিক নেই।' ঠেলা দিয়ে ওয়াসিমকে জানালার চৌকাঠে তুলে দিল সে। 'যাও, যাও, তোমার কাজ শুরু করো।'

শেষবারের মত সবার দিকে ফিরে তাকাল ওয়াসিম। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চিরকালের জন্য যাচ্ছে, আর কোনদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।

তারপর লাফ দিয়ে নামল ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে ধাক্কা মারল ফরমালডিহাইডের বিশ্রী, তীব্র গন্ধ। আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি। নাক টিপে ধরল সে। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল।

পেছনে খসখস শব্দ। তারপর জুতো পায়ে ধপ করে নামিয়ে নামল কেউ। বাইরে যারা ছিল সবাই জানালা গলে এক এক করে ঢুকতে শুরু করেছে।

www.nagorikpathagar.com

আলো জ্বেলে দিল টোরি। ছাত থেকে ভূতের জ্বলন্ত কানা চোখের মত তাকিয়ে রইল ম্লান আলোটা। রহস্যময় করে তুলল ঘরের পরিবেশ। আলো-আঁধারির খেলা। লম্বা লম্বা, উদ্ভট ছায়া সৃষ্টি করেছে টেবিল আর কফিনগুলোর আনাচে-কানাচে।

ওয়াসিমের মনে হলো ওই ছায়ার মধ্যে ঢুকলে আর জ্যান্ত বেরোনোর আশা নেই। দ্বিধা করতে লাগল সে। অঞ্জনের দিকে তাকাতে মাথা ঝাঁকাল সে।

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে কফিনের সারির দিকে এগোল ওয়াসিম। সবগুলোর ডালা নামানো। মলিন আলোতেও চকচক করছে কালো পালিশ করা বাক্সগুলোর গা।

কাঁধে হাতের চাপ পড়ল। ফিরে তাকাল ওয়াসিম। পিত্তি জ্বালানো কুৎসিত হাসিতে ভরে গেছে টোরির মুখ। 'সমস্যাটা কি তোমার? এত দ্বিধা কেন? ভয় লাগছে?'

জবাব দিল না ওয়াসিম। কফিনের সারির ওপর দৃষ্টি স্থির।

কাঁধে হাতের চাপ বাড়ল। 'চাইলে সুযোগ একটা দিতে পারি তোমাকে।'

ফিরে তাকাল ওয়াসিম। 'সুযোগ?'

মাথা ঝাঁকাল টোরি। 'বুঝতে পারছি, প্যান্ট ভেজানোর সময় হয়েছে তোমার। মেঝেতেও পড়বে। পরিষ্কার করবে কে? তারচেয়ে তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেয়া উচিত।'

হেসে উঠল তার সঙ্গীরা।

'কার প্যান্ট খারাপ হয় আজ, দেখা যাবে,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল ওয়াসিম। 'ফালতু কথা বাদ দিয়ে কোন্‌টাতে ঢুকতে হবে তা-ই বলো!'

চোখের পাতা সরু সরু হয়ে এল টোরির। 'গলাবাজিটা থাকবে না হে, তোতলা মিয়া! বুড়োটা মরেছে বড় সাংঘাতিক মরা। ক্যান্সারে ভুগে ভুগে জ্যান্ত থাকতেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল শরীরটা। তোমাকে অবশ্য বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে হবে না ওকে। হাত মেলাবে। তারপর কফিনে ঢুকে দুই গালে চুমু খাবে। ব্যস।...এসো আমার সঙ্গে।'

ওয়াসিম ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারল না টোরি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল, 'ভয় তো পেয়েছ বোঝাই যাচ্ছে। টাকাটা দিয়ে দাও আমাদের, চলে

www.nagorikpathagar.com

যাও। এখন দিলে আর পাঁচশো দিতে হবে না; আগের বার যেটা ছিল, দুশো—সেটা দিলেই চলবে।'

'ওয়াসিম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টোরিটার বকবক শুনছ কেন? ফরমালডিহাইডের চেয়ে বেশি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে, বমি আসছে আমার,' শীতল কণ্ঠে অঞ্জন বলল। 'যাও, সেরে ফেলো কাজটা।

ফ্যাকফ্যাক করে হাসল টোরি। 'একটু পরেই বোঝা যাবে কার গা দিয়ে বেশি গন্ধ বেরোয়। ধোপাও ধুতে চাইবে না তোমাদের কাপড়।'

'কোন্ কফিনটাতে ঢুকতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াসিম।

একটা কফিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টোরি। সাহায্য করতে ডাকল টাকিকে। দুজনে মিলে চেপে ধরে তুলতে শুরু করল ডালাটা।

লাশটার ওপর চোখ পড়ল ওয়াসিমের। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।

চিত হয়ে শুয়ে আছে লাশটা। কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। দুই পাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে হাত দুটো। আঙুলগুলো মোমের মত ফ্যাকাশে।

মাথার চুল উঠে গেছে রোগের কারণে। পাতলা ফুরফুরে চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ে দেয়া হয়েছে পেছন দিকে। ঠেলে বেরিয়ে আছে বড় বড় লাল তিলে ভরা কপাল। চোয়াল বসা। মুখে মাংস বলতে নেই। চোখ বোজা। ঠোঁটের রঙ দেখে মনে হয় ড্রাকুলার মত রক্ত খেয়েছিল, শুকিয়ে কালচে-বাদামী হয়ে আছে। মারা যাওয়ার আগে মুখের মধ্যে রক্ত চলে এসেছিল বোধহয়, সেখান থেকেই দু'এক ফোঁটা বেরিয়ে ঠোঁটে লেগে গেছে। মুখের চামড়ার রঙটাও স্বাভাবিক নয়, ফ্যাকাশে কমলা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওয়াসিম। তারপর কফিনের ওপর ঝুঁকল।

'যাও,' অঞ্জন বলল, 'কোন অসুবিধে নেই। সব ঠিক আছে।'

ফিরে তাকাল ওয়াসিম, 'কি-কি-কিন্তু লা-লা-লাশটা যদি সত্যি সত্যি খামচে ধরে?'

হেসে উঠল কডি। ওয়াসিমের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'কা-কা-কালটু ওয়াসিমের চেহারা দেখো। আজকে সত্যি সত্যি পেসাব করে দেবে।'

হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড।

লাশের পায়ের দিকটাতে রয়েছে টাকি। ডালা থেকে হাত সরায়নি। সে হাসল না। লাশটার চকচকে কালো জুতো আলোয় চমকাচ্ছে। অস্বস্তিভরে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

www.nagorikpathagar.com

ওয়াসিমকে ডাকল টোরি, 'নাও, হাত মেলাও বুড়োর সঙ্গে। যদি সাহস থাকে।'

ঢোক গিলল ওয়াসিম। লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। মুখ তুলে দেখল বাকি কফিনগুলো।

'ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছ কেন? এটাতে ঢুকতে বলা হচ্ছে তোমাকে। পারবে?' জিজ্ঞেস করল টোরি। 'নাকি হার স্বীকার করে নেবে? এটা কিন্তু সত্যি সত্যি লাশ। আজ আর কোন ফাঁকিবাজি নেই।'

কফিনগুলো দেখাল ওয়াসিম, 'ওগুলোতে লাশ নেই?'

'আছে হয়তো, জানি না। থাকলেও বহুদিনের। পচা-গলা।' মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'কেন, তাজাটা পছন্দ হচ্ছে না? পচাগুলোর গালে চুমু খাবে?'

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল ওয়াসিম। 'আ-আমি...ঠিক আছে, ঢুকছি!'

'প্রথমে হাত মেলাও, তারপর ভেতরে ঢোকো। কোলাকুলি করো, দুই গালে চুমু খাও, এবং বেরিয়ে এসো।'

ভারী দম নিল ওয়াসিম। বাতাসটা আটকে ফেলল ফুসফুসে, ছাড়ল না। তারপর আস্তে বাড়িয়ে দিল ডান হাতটা। চোখ বুজল।

ভাবছে, সত্যি সত্যি মরা মানুষের সঙ্গেই হাত মেলাতে যাচ্ছে?

ধরল হাতটা। বাপরে! কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! তারমানে আসল লাশই!

চোখ মেলল।

'ঝাঁকি দাও,' টোরি বলল।

ঝাঁকি দিল ওয়াসিম। একবার। দুবার। শক্ত হয়ে গেছে হাতটা। নড়তে চাইল না।

'কি বুঝলে, টোরি?' ভুরু নাচাল অঞ্জন। 'তোমরা হেরে যাচ্ছ, লিখে রাখতে পারো।'

'দেখাই যাক না,' টোরি বলল, 'মাত্র তো শুরু করেছে। এবার ভেতরে ঢোকো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর।'

দ্বিধা করতে লাগল ওয়াসিম।

কডি বলল, 'ভয় পাচ্ছে কা-কা-কালটুটা...'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়াসিম। ডান হাতটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঠাস করে শব্দ হলো।

www.nagorikpathagar.com

'মাগোহ্!' বলে মুখ চেপে ধরল কডি।

ভয়ানক স্বরে ওয়াসিম বলল, 'সাবধান করে দিলাম! কোনদিন যদি আর ওভাবে ব্যঙ্গ করো, একটা দাঁতও রাখব না, মনে রেখো।'

আহত নেকড়ের মত জ্বলে উঠল কডির চোখ। পাল্টা আঘাত হানার জন্য হাত তুলতে গিয়েও থমকে গেল। মরফিকে কিভাবে পিটিয়েছে ওয়াসিম, শুনেছে টাকির মুখে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে টোরি-বাহিনী। ওয়াসিমের এই রূপ দেখেনি আর। নতুন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

কডিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল ওয়াসিম। কফিনের মধ্যে ঝুঁকল। প্রচণ্ড রাগ মনে। পাথর হয়ে গেছে যেন মনটা। দুনিয়ার কোন কিছুকেই আর পরোয়া করে না এ মুহূর্তে। কমলা রঙের ভয়ঙ্কর মুখটাকেও আর ভয়ানক লাগছে না দেখতে। সহজেই চুমু খেতে পারবে ওই গালে।

সব ক'টা চোখের দৃষ্টি এখন ওয়াসিমের ওপর।

কফিনের কিনার খামচে ধরে উঠতে যাবে, ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল কি যেন।

থমকে গেল সে। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আবার মচমচ।

ফিরে তাকাল ওয়াসিম। টোরির চোখে ভয় দেখতে পেল। তার দোস্তদের চোখেও।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে বলল টাকি। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

নিশ্চিত হলো ওয়াসিম, আজ আর কোন চালাকির মধ্যে যায়নি টোরির দল। তাহলে ঘাবড়াত না। সত্যিকার লাশের সঙ্গেই ওয়াসিমকে কোলাকুলি করতে নিয়ে এসেছে ওরা।

আবার শব্দ।

অন্য কফিনগুলোর দিকে তাকাল ওয়াসিম।

একটা কফিনের ডালা নড়ে উঠতে দেখল। আরেকটা। তারপর আরেকটা।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে কফিনগুলোর ডালা।

www.nagorikpathagar.com

রক্ত পানি করা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে এল ওয়াসিম। টলতে টলতে সরে গেল দেয়ালের দিকে।

কফিনের সারির দিকে তাকাল। ডালা ঠেলে তোলা হাতগুলো দেখতে পাচ্ছে। পচে ফুলে ওঠা সবজে-লাল হাত। দুর্ঘটনায় ডলা লেগে বিকৃত হয়ে যাওয়া বেগুনি হাত। মোমের মত সাদা ফ্যাকাশে হাত।

'আ-আ-আমরা বি-বি-ব্বিরক্ত করেছি ওদের,' ভালমত তোতলাতে শুরু করল ওয়াসিম। 'মি-মি-মৃত মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। প-প-প্রতিশোধ নিতে আ-আ-আসছে।'

একটা কফিনের ডালা পুরোপুরি উঠে গেছে। কুৎসিত, খসখসে গোঙানি শোনা গেল ওটার ভেতর থেকে। একটা মড়া উঠে বসল। পুরানো হতে হতে সবুজ হয়ে গেছে চামড়া। পচা-গলা মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল টোরির দিকে। চোখ খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেলাই করে পাতা দুটো লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে খুলতে পারছে না।

গোঙানি, উহ্-আহ্, জোরাল গভীর দীর্ঘশ্বাস—নানা রকম ভয়ঙ্কর শব্দে ভরে গেল ঘরের বাতাস।

অন্য একটা কফিন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আরেকটা মড়া। পচে, ফুলে বীভৎস হয়ে গেছে মুখটা। রক্তশূন্য চামড়ার রঙ মোমের মত। লাশ তো, তাই স্বাভাবিক মানুষের মত ক্ষিপ্রতা নেই বোধহয় গায়ে, ধীরে-সুস্থে, বেশ ভারী পায়ে নামছে।

তৃতীয় লাশটাও উঠে বসেছে এখন। বেগুনী লাশ। নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা সাদা সাদা কৃমিগুলোকে ঝুলতে দেখে পেট গুলিয়ে উঠল ওয়াসিমের।

www.nagorikpathagar.com

বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল টোরির মুখ থেকে।

'অ-অ-অসম্ভব!' কডি বলল। 'এ হতেই পারে না!'

'মড়াদের বিরক্ত করেছি আমরা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল অঞ্জন। 'ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। ওরা আমাদের ছাড়বে না...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা কাঠের আলমারির দরজা। দড়াম করে গিয়ে পাল্লাটা বাড়ি খেল শক্ত দেয়ালে।

পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন লাশ। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ঘোরের মধ্যে হাঁটছে। ওটার চোখের পাতাও সেলাই করে লাগানো। খুলতে পারছে না। মাথার চামড়া অর্ধেক ছিলে এসে ঝুলে রয়েছে কপালে। সামনে দুই হাত বাড়িয়ে থপ থপ করে পা ফেলে এগোতে লাগল ধরার জন্য।

চিৎকার করে উঠল ওয়াসিম।

চিৎকার করে উঠল অঞ্জন।

টোরি আর টাকি সরে চলে এল ওয়াসিমের কাছে।

আরেকটা রক্ত জমানো গোঙানি শোনা গেল। ফিরে তাকাল সবাই। আরও একটা লাশ বেরিয়ে এসেছে। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। গায়ে ঢলঢলে একটা ট্রেঞ্চ কোট, নিজের আকারের চেয়ে অনেক বড়। টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগল ওয়াসিমদের দিকে।

কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে। লাশের চেহারা ঢেকে দিয়েছে হ্যাটের কানা। সামান্য মুখ তুলতেই যেটুকু অংশ চোখে পড়ল, তাতেই বুকের রক্ত পানি হয়ে যাওয়ার কথা অতি বড় সাহসীরও।

মুখের অর্ধেকটা আছে, বাকি অর্ধেকের মাংস গায়েব। খসে পড়ে গেছে। হাড়গুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। শূন্য কোটর থেকে ঝুলছে একটা মরা ইঁদুর।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল অঞ্জন।

কুৎসিত গোঙানি। ঘড়ঘড়ানি। আর চাপা দীর্ঘশ্বাস। চলছে একটানা।

দুর্ঘটনায় মৃত লম্বা, বেগুনি রঙের থেঁতলানো, বিকৃত লাশটা নেতৃত্ব দিচ্ছে মড়াদের। মাথা নিচু করা, চোখ বোজা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এক পা বাড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, থমকাচ্ছে, তারপর আরেকটা পা ফেলছে।

থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

www.nagorikpathagar.com

ঝাঁকি লেগে কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল একটা হাত। বিশ্রী শব্দ করে মেঝেতে পড়ল। লাফ দিয়ে চলে গেল একটা টেবিলের নিচে।

হাত খসে পড়াতে যেন কিছুই হয়নি লাশটার। পরোয়াই করল না। একটা সেকেন্ড বিরতি দিয়েই আবার আগের মত এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'জলদি পালাও!' চিৎকার করে উঠল হ্যারল্ড। আতঙ্কে কুঁচকে গেছে চোখ-মুখ।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

জানালার দিকটাকে আড়াল করে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি দিয়ে ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছে লাশের দল।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সবার।

কফিনের লাশটার দিকে তাকাল ওয়াসিম। একমাত্র মড়া, যেটা একইভাবে পড়ে রয়েছে। কফিন থেকে উঠে আসেনি। আসার কোন লক্ষণও দেখাচ্ছে না।

ওটার দিকে নজর নেই কারও। তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসতে থাকা লাশগুলোর দিকে। টেনে টেনে হাঁটার কারণে জুতো ঘষার খসখস শব্দ হচ্ছে মেঝেতে।

চিৎকার করে উঠল আবার অঞ্জন, 'ওয়াসিম, কিছু একটা করো!'

'আমাকে বলছ!' কেঁপে উঠল ওয়াসিমের গলা। 'আমি করব?'

'থামাও ওদের!' চেঁচিয়ে উঠে ওয়াসিমকে সামনে ঠেলে দিল টোরি। 'ওয়াসিম...তুমিই পারবে! আমাদের মধ্যে একমাত্র তোমারই সাহস আছে!'

'আমার!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ওয়াসিম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার! বাজিটা জিতে গেছ তুমি!' সাইরেনের মত কাঁপা কাঁপা শব্দে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে টোরির নাক দিয়ে। এমন ভয় পাওয়াই পেয়েছে, এতটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখের চামড়া, তিলগুলোও এখন অদৃশ্য। 'তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তিনবার বললাম। তারমানে তোমার জেতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই আর। দোহাই তো-তো-ত্তোমার, ওয়াসিম, কঁ-কঁ-কঁরো কিছু...' আতঙ্কে তোতলানোর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুও যোগ হয়ে গেছে টোরির উচ্চারণে।

'মুরগির মত কঁক্-কঁক্ করতে বলছ? মড়াগুলো ভয় পাবে তাতে?'

www.nagorikpathagar.com

'আরে না না! কঁক্-কঁক্ না! ওগুলোকে...'

'ও, জবাই করব! মুরগির মত?'

'পা-পা-প্পারলে তাই করো!'

'কিন্তু ছুরি কোথায়?' অসহায় ভঙ্গিতে অঞ্জনের দিকে তাকাল ওয়াসিম।

'টৌ-টৌ-ট্টৌ-ট্টোরির কাছে...' কথাটা আটকে গেল অঞ্জনের। বের আর করতে পারল না।

দুই হাত নাড়তে লাগল টোরি, 'ছু-ছু-ছুরি-টুরি কিছু নেই আ-আ-আ...'

'গেছে আজ!' হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল অঞ্জন। 'স-স-সব কটাকে তোতলা বানিয়ে দিয়েছে ভূ-ভূ-ভূ-ভূ...' কোনমতেই বের করতে পারছে না শব্দটা। বের করার জন্যই যেন জোরে এক ধাক্কা মারল ওয়াসিমের পিঠে এবং হড়হড় করে স্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল, 'দৈত্যগুলোকে ঠেকাও! বাঁচাও আমাদের!'

ধাক্কা খেয়ে সামনে গিয়ে পড়ল ওয়াসিম।

একটা লাশ ওকে ধরে না ফেললে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেঝেতে। পচা, মাংস খসা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে লাশটা।

ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল ওয়াসিম, ভয় নয়, হুমকি। কেঁচোর মত শরীর মোচড়াচ্ছে, ছটফট করছে, লাশের বাহু থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। 'নইলে ভূতগিরি ঘুচিয়ে দেব আজ জন্মের মত!'

কিন্তু চোখ বোজা, সবুজ দানবটা ছাড়ল না ওকে। ঝাড়া লাগতে জট পাকানো চুলের বোঝা থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মাছির সাদা

www.nagorikpathagar.com

সাদা শুঁয়াপোকা। পচা মুখটা নিয়ে এল চোখের সামনে। বাহুর চাপ আরও বেড়েছে। চাপ দিয়ে ভর্তা করে দেবে যেন হাড়-পাঁজরা।

হুটোপুটি শোনা গেল পেছনে।

কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওয়াসিম দেখল, সামান্য সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছে টোরিরা, পড়িমড়ি করে জানালার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। মজা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার কথা কল্পনায়ও আনছে না আর ওরা।

সবার আগে জানালার কাছে পৌঁছল কডি। মুহূর্তে উড়ে চলে গেল যেন বাইরে।

ওয়াসিমের কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল সবুজ মড়াটা।

সেসব দেখার সময় নেই নিটু আর হ্যারল্ডের। কার আগে কে জানালা টপকাবে এই নিয়ে হুড়াহুড়ি শুরু করল। ধাক্কা দিয়ে দুজনকে দুই পাশে ফেলে বেরোনোর চেষ্টা করল অঞ্জন। তাতে গেল সব জট পাকিয়ে, তিনজনের কেউ বেরোতে পারল না। মাথার ওপর দিয়ে ডাইভ দিল টাকি। কপাল ঠুকে গেল চৌকাঠে। ব্যথাটাকে পাত্তাই দিল না সে। ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে পড়ল জানালার বাইরে। ফাঁক পেয়ে তার পর পরই বেরিয়ে গেল টোরি। ওর ঠ্যাং ধরে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল অঞ্জন। পারল না। পড়ে গেল মেঝেতে। টোরির পর একে একে বেরোল নিটু আর হ্যারল্ড।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল অঞ্জন। জানালায় উঠে বসল। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'টোরি! টাকি! কডি! তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই লাগে! আমাকে নিয়ে যাও। ফেলে পালিও না...'

কিন্তু কেউ তার কথার জবাব দিল না। কাদা-পানিতে জুতো ফেলার ছপছপ শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল।

লাফিয়ে অন্যপাশে নেমে গেল অঞ্জন। তার জুতোর শব্দও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

চুপ হয়ে গেছে ওয়াসিম। তাকে নড়তে-চড়তে না দেখে সবুজ মড়াটাও শান্ত হয়ে গেছে। চাপ দিচ্ছে না আর। ঝটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল ওয়াসিম।

দৌড়ে এল জানালার কাছে। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল জানালার বাইরে।

www.nagorikpathagar.com

আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে।

মড়াগুলোর দিকে ফিরল আবার ওয়াসিম। মুচকি হাসি ফুটেছে মুখে। সবুজ মড়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পালিয়েছে সব। চলো, এই সুযোগে কেটে পড়া যাক।'

টান দিয়ে মুখ থেকে মুখোশটা খুলে নিল সবুজ মড়া। বেরিয়ে পড়ল ফারুকের হাসিমুখ। 'অঞ্জন কোথায়?'

'ভঙ্গি দেখে যে কেউ ভাববে ভূতের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে,' হাসতে হাসতে বলল ওয়াসিম। 'ওর কাণ্ড দেখেই আরও ভড়কে গেছে টোরি-বাহিনী।'

'কাণ্ড তুমিও কম করনি। উহ্, দুজনে মিলে যা শুরু করলে, হাসি চেপে রাখাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমার জন্য!'

'তোমাদের অভিনয় আরও ভাল হয়েছে,' মেঝেতে চোখ পড়ল ওয়াসিমের। মাছির পোকাগুলোর দিকে। অনড় পড়ে আছে। আজকাল প্ল্যাস্টিক দিয়ে কত রকমের জিনিস যে তৈরি করছে খেলনাওলারা। মুখ তুলল। 'দারুণ হয়েছে ছদ্মবেশ। কারও বাপেরও চেনার সাধ্য ছিল না।...সত্যি সত্যি ভূত ভেবে আরেকটু হলে আমিও পালাচ্ছিলাম!'

*

আধঘন্টা পর।

অঞ্জনদের বাড়িতে ওর বেডরুমে গাদাগাদি করে বসেছে ওরা সাতজন। অঞ্জন, ওয়াসিম, ফারুক আর তাদের দুই বন্ধু টম ও বিড, এবং ওদের দুজনের বন্ধু বারটি আর ডিউক।

হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে ওদের। তা-ও থামছে না হাসি। হসির দমকে কয়েকবার করে পানি এসেছে চোখের কোণে। মুছেছে, আবার হেসেছে।

'ওফ্, হাসতে হাসতেই কাহিল হয়ে গেছি!' ওয়াসিম বলল। 'অঞ্জন, আর সহ্য করতে পারছি না। ফ্রিজে কিছু নেই তোমাদের?'

'বসো। নিয়ে আসছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোট চারেক পিৎসা আর বড় এক জগ কমলার রস নিয়ে হাজির হলো অঞ্জন।

www.nagorikpathagar.com

খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। খিদে পেয়েছে সবারই।

খেতে খেতে ওয়াসিম বলল, 'অঞ্জনের প্ল্যানটা যে এ ভাবে কাজে দেবে, ভাবতে পারিনি। সত্যি বলতে কি, শুরুতে তো রাগই হচ্ছিল আমার ওর ওপর, টোরির দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রুতা করছে ভেবে।'

'আর এখন?' হেসে জিজ্ঞেস করল ফারুক।

'সেটা কি বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'না, তা হবে না। তোমার রাগ হয়েছে, তাতে আর দোষ কি, ওর আচরণে আমিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি, তোমার ভয়ের রোগটা সারানোর জন্যই এই চালাকি করেছিল সে...'

'প্রশংসাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাদ দাও এবার,' হাত তুলল অঞ্জন। 'ওয়াসিম, তোমার ভয়টা গেছে তো?'

'এক্কেবারে,' মাথা কাত করল ওয়াসিম।

'আর কিছুকে ভয় পাবে না কখনও?'

'জীবনেও না।'

'তা তো হলো,' বিড বলল। 'কিন্তু টোরির গোষ্ঠী বাজির টাকা মিটিয়েছে?'

'দেবে আর কখন?' হাসতে হাসতে বলল অঞ্জন। 'প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাচ্ছিল না, আবার টাকা। জানালার কাছে যা হুড়াহুড়িটা করল...' দৃশ্যটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠল আবার সে।

হাসিটা সংক্রেমিত হলো সবার মাঝে।

আরেক দফা হাসাহাসি আর চোখ মোছামুছির পর অঞ্জন বলল, 'চিন্তা নেই, আশা করি কাল স্কুলেই আদায় করে ফেলতে পারব টাকাটা।'

'যদি দিতে না চায়?'

'তোমরা তো আছই। আবার এমন এক প্যাঁচে ফেলব, সেধে এসে পায়ে ধরে দিয়ে যাবে।'

*

খেয়েদেয়ে অঞ্জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওয়াসিম, ফারুক, টম, বিড ও তাদের বন্ধুরা। গেট পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে গেল অঞ্জন।

সবাই এক জায়গায় থাকে না। একসঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়, গেল, তারপর আলাদা হয়ে যার যার বাড়ির দিকে রওনা হতে লাগল একে একে।

www.nagorikpathagar.com

সবার শেষে আলাদা হলো ওয়াসিম আর ফারুক।

নির্জন রাস্তা ধরে হনহন করে হেঁটে চলল ওয়াসিম। একটা জায়গায় দু'ধারে গাছের সারি। ঘন ঝোপঝাড়। তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পথ।

সেখানটায় এসে থমকে দাঁড়াল ওয়াসিম। ভয়ে ভয়ে তাকাল অন্ধকারের দিকে। বুঝতে পারছে, মুখে যতই বলুক ভয় পাবে না, ভূতের ভয় সে মন থেকে তাড়াতে পারবে না কোনদিন।

চারপাশে তাকাল অন্য কোন পথচারী আছে কিনা সেই আশায়। কিন্তু এত রাতে কে আর বেরোবে অকারণে। কাউকে দেখল না।

অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। দোয়া-দরূদ পড়ে ফুঁ দিয়ে নিল বুকে। তারপর 'যা থাকে কপালে' ভেবে দিল ভোঁ দৌড়।

টোরির কপাল খারাপ, দৌড়টা দেখতে পেল না। এ মুহূর্তটার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার বাজি ধরতেও দ্বিধা করত না তাহলে সে।

-০-

www.nagorikpathagar.com

রকিব হাসান-এর জন্ম কুমিল্লায়, ১৯৫০ সালে। স্বনামে-বেনামে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০টি। তাঁর লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে, ছদ্মনামে। স্বনামে প্রথম প্রকাশিত বইটি ছিল অনুবাদগ্রন্থ, ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা'। এরপর অনুবাদ করেছেন জুল ভার্ন, জিম করবেট, কেনেথ অ্যান্ডারসন, মার্ক টোয়েন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ফ্রেড জিপসন, রেনে জুঁইঅ, এরিক ফন দানিকেন, ফার্লে মোয়াট, জেরাল্ড ডুরেল-এর মত বিখ্যাত লেখকদের অনেক ক্লাসিক বই। অনুবাদ করেছেন মহাক্লাসিক 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' ও এডগার রাইস বারোজ-এর 'টারজান' সিরিজ। বড়দের উপযোগী তাঁর লেখা কিছু রহস্য উপন্যাস এক সময় খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে ছোটদের উপযোগী 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজটি। এই সিরিজের তিনটি মূল চরিত্র কিশোর-মুসা-রবিনকে নিয়ে লিখেছেন আরও দুটো সিরিজ 'তিন বন্ধু' ও 'গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন'। লিখেছেন 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজ, 'খুদে গোয়েন্দা' সিরিজ, জাফর চৌধুরী ছদ্মনামে 'রোমহর্ষক' সিরিজ এবং আবু সাঈদ ছদ্মনামে 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজ। এ ছাড়া কিশোরদের উপযোগী বেশ কিছু ভূতের বই ও সাইন্স ফিকশনও লিখেছেন তিনি।

www.nagorikpathagar.com

ভয় পেলে ওয়াসিম যে তোতলায়, জেনে গেল তিন বন্ধুর মহাশত্রু টোরি ডেনিম। শুরু হলো খেপানো। বিহিত করতে না পারলে রক সিটি মিডল স্কুলে টেকা কঠিন হয়ে যাবে। এ শহরে যতদিন থাকবে, 'তোতলা ওয়াসিম' খেতাব সহ্য করতে হবে তাকে। নানাভাবে ভয় দেখানোর পরও যখন দমন করা গেল না ওয়াসিমকে, শেষ যুদ্ধটা বাধল লাশ রাখার ঘরে। পাশে এসে দাঁড়াল ওর দুই বন্ধু অঞ্জন ও ফারুক।

www.nagorikpathagar.com